CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-181 ■ 9 April, 2025 ■ আগরতলা ৯ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ২৬ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে

রাস্তায় বামেরা, প্রস্তুত কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় জনবিরোধী সরকার একলাফে রান্নার গ্যাসের প্রতি ৫০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে শহরে মিছিল করে সিপিআই(এম) সদর মহকুমা কমিটি। এদিনের মিছিলটি সদর মহকুমা অফিস থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি কমিটির এক নেতা বলেন, একের পর এক জনবিরোধীর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বিজেপি সরকার। ইতিমধ্যেই সংশোধনী ওয়াকফ বিল কার্যকরী করেছে। তাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করা হবে। আজ আচমকাই একলাফে রান্নার গ্যাসের প্রতি ৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তাছাড়া, সমাজের সমস্ত অংশের

এক লাফে ৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। অগ্নিমূল্য দুই জ্বালানি তেলের দর। এবার সাধারণ মানুষের চিন্তা বাড়িয়ে আরও দামি হল গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। গতকাল রাত থেকে গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা। রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

ত্রিপুরায় সিলিন্ডারের দাম বেড়ে ৯২৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৭৮ টাকা। অর্থাৎ, দাম বাড়ল ৫০ টাকা। এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সাধারণ জনগণ বলেন, এক ধাক্কায় গ্যাসের দাম ৫০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় গরীব, মধ্যবিত্ত সহ সকল অংশের মানুষের প্যাকেটে প্রভাব পড়েছে।

জনগণের প্যাকেটে এর প্রভাব পরবে।

এদিকে, রান্নার গ্যাসের মূল্য এক লাফে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০ টাকা। এরই প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য একে একে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে বেকারত্বের হার। কৃষকদের আয় কমছে। শ্রমিকরা ছাটাই হচ্ছেন। এই হলো পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনে নামবে প্রদেশ কংগ্রেস।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিনি আরো বলেন, শুধু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকারজলায় দলীয় কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী

জনজাতি কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর দিশাতেই সরকার কাজ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছেন। তিনি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য সবসময় চিন্তাভাবনা করেন এবং আমাদের সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। জনজাতি অংশের মানুষ বিজেপিতে সামিল হলে দেশ ও রাজ্য আরো শক্তিশালী হবে।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে মঙ্গলবার জনজাতি অধ্যুষিত টাকারজলায় এক দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ একটি দলীয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। মূলত, দলের সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে আজকের এই সম্মেলনের আয়োজন। সম্মেলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কথা হয়েছে বিভিন্ন জনের সঙ্গেও। আর এই সম্মেলনে ৫০টি পরিবারের প্রায় ১৪০ জন সদস্য ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হয়েছেন। তারা মূলত কংগ্রেস ও সিপিএম পার্টি থেকে আমাদের দলে যোগদান করেছেন। উনাদের আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমি জনজাতি ভাইবোনদের কাছে আহ্বান রাখছি যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতি অংশের মানুষের জন্য চিন্তা করছেন এবং আমাদের সরকারও চিন্তা করছে - এসব জেনে আপনারা যদি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন তবে আগামীদিনে দেশ ও রাজ্য শক্তিশালী হবে। ডাঃ সাহা বলেন, এখন এই সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির একার সরকার নয়। আমাদের সঙ্গে আইপিএফটি ও তিপ্রা মথা রয়েছে। সব দলের সঙ্গে কথা বলে আমরা পরবর্তী রণকৌশল নেবো। এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি অংশের শীর্ষ নেতৃত্ব।

মুদ্রা যোজনার ১০ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী

দেশের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগানোই লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার মুদ্রা যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছেন। মুদ্রা যোজনার মহিলাদের অংশগ্রহণে খুশি ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী, একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, মুদ্রা যোজনা যে কোনও সরকারের ক্ষেত্রে চোখ খুলে দেওয়ার মতো বিষয়। মুদ্রা যোজনার ১০ বছর পূর্তিতে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দেশবাসীকে কোনও গ্যারান্টি ছাড়াই ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আপনারা সংবাদপত্রে পড়েছেন, এই সরকার ধনীদের সরকার। আপনারা যদি সমস্ত ধনীদের যোগ করেন, তবুও তাঁরা ৩৩ লক্ষ টাকা পেত না। দেশের সাধারণ মানুষকে ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, এখন আজ ভারতের যুবসমাজ, তাঁদের উদ্যোক্তা দক্ষতা, যদি তারা একটু সাহায্য পান, তাহলে অনেক বড় পরিণাম পাওয়া যায়। এই মুদ্রা যোজনা যে কোনও সরকারের ক্ষেত্রে চোখ খুলে দেওয়ার মতো বিষয়। এতে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা এগিয়ে এসেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'মুদ্রা যোজনায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা এগিয়ে এসেছেন। মহিলারা সবচেয়ে বেশি ঋণের জন্য আবেদন করেছেন, সবচেয়ে বেশি ঋণ পেয়েছেন এবং দ্রুত ঋণ পরিশোধও করেছেন।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই সমস্ত সুবিধাভোগীর মধ্যে, কেউ কেউ একজনকে, কেউ দু''জনকে এবং কেউ ৪০-৫০ জনকে কর্মসংস্থান দিয়েছেন। কর্মসংস্থানের এই বিশাল কাজ অর্থনীতির জন্ম দেয়।'

দেশের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগানোই মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য, এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মুদ্রা যোজনা প্রকল্পটি মোদীর প্রশংসার জন্য নয়। এই প্রকল্পটি আমার দেশের তরুণদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগাতে। মুদ্রা যোজনার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ৭ লোক কল্যাণ মার্গে, নিজ বাসভবনে মুদ্রা যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মুদ্রা যোজনার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংকীর্ণ স্বার্থে মুসলিম তোষণের রাজনীতি বাম-কংগ্রেসের ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। শুধুমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থে মুসলিম তোষণের রাজনীতি করে এসেছে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং সমাজবাদী পার্টি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীও তাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে একাংশ স্বার্থান্বেষী মুসলিম নেতাদের তোষণ করতে গিয়ে সমগ্র মুসলিমদের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়নি। মুসলিম প্রীতির আড়ালে, এই কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা মুসলিমদেরই শত্রু রূপে কাজ করেছে। আজ সোনামুড়া মণ্ডলের অন্তর্গত এক সভায় "এক দেশ, এক নির্বাচন" এবং ওয়াকঅফ বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সদর গ্রামীণ জেলার উদ্যোগে রানীর বাজার টাউন হলে, জেলার সমস্ত জন প্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের সাথে এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে মত বিনিময় করেন। তারপর

মান্দাই মন্ডলের ঠান্ডা কালি বাড়ি এলাকায় গাঁও চলো অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বনমালীপুর মন্ডলের অন্তর্গত সক্রিয় সদস্য কর্মসূচিতে যোগ দেন। এদিন সোনামুড়ার কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, শুধুমাত্র সেনা থাকলেই হয় না, সঠিক দিশায় পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিরোধীরা সম্পূর্ণ দিশাহীন, কারণ তাদের রাজনৈতিক প্রকৃতিও দিশাহীন। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত প্রধানের ধর্ষণ মামলা আগরতলা থেকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত জয়নগর এলাকায় সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের করা ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের ঝড় বইছে। অভিযুক্ত দিলীপ সরকারকে আগরতলা থেকে গ্রেফতার করে খোয়াই আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

সূত্রের দাবি, মাইগঙ্গা গ্রামের প্রধান প্রায়শই আসতেন দিলীপ সরকারের বাড়িতে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যা শারীরিক পর্যায়েও গড়ায়। অভিযোগ, সেই সম্পর্কের মুহূর্ত গোপনে ভিডিও করেন দিলীপ সরকার। তবে, এই ভিডিও কী উদ্দেশ্যে ধারণ করা হয়েছিলতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত গ্রাম প্রধান খোয়াই পুলিশ সুপারের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। পরবর্তীতে মামলাটি স্থানান্তরিত হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ দিলীপ সরকারকে আটক করে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনমনে প্রশ্ন উঠছেযেখানে দু'জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে সম্মতিসূচক সম্পর্ক ছিল, সেখানে ধর্ষণের অভিযোগ কতটা টিকবে? অপরদিকে, ব্যক্তিগত মুহূর্ত গোপনে ভিডিও করা ও তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া আইনি দিক থেকেও গুরুতর অপরাধ। ঘটনা নিয়ে চলছে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র আলোচনা। আসল সত্য উদঘাটনের দায় এখন তদন্ত সংস্থার কাঁধে।

পরিচারিকার স্বামীর দায়ের কোপে রক্তাক্ত বাড়ির মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৮ এপ্রিল।। খোয়াই থানার অন্তর্গত বনকর বিদ্যানিকেতন এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিচারিকার স্বামীর হাতে আক্রান্ত হলেন এক বাড়ির মালিক।

গৃহপরিচারিকার স্বামী গৌতম দেবনাথের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ির মালিক সংকর দেবনাথের দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ সম্পর্ক চলছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গৌতম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর পুরুষের সঙ্গে পালালো স্ত্রী, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ এপ্রিল।। ভালোবেসে বিয়ে করলেও সংসার টিকল না। পরপুরুষের প্রেমে পড়ে উধাও হয়ে গেলেন স্ত্রী। স্ত্রীর খোঁজে এবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন অসহায় স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ৩ নং ওয়ার্ডে।

জানা গেছে, মৃত আব্দুল গফুর মিয়ার ছেলে জলফু মিয়া ২০১৭ সালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্প্রতি রাজধানীতে শুরু হয়েছে চৈত্র মেলা। বুধবার তাপপ্রবাহের মধ্যে চৈত্র মেলা ছিল বেশ জমজমাট।

স্কুলে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ

বিদ্যালয়ের মূল ফাটকে তালা দিলেন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৮ এপ্রিল।। কুমারঘাটের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় নিবেদিতা ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়-এ ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তেজনা ছড়াল মঙ্গলবার সকালে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেন এবং কুমারঘাট-ফটিকরায় সড়কে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

অভিভাবকদের অভিযোগ, কোনওরকম আগাম নোটিশ না দিয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে ফি বাড়িয়ে দিয়েছে। পূর্বে প্রতি শিক্ষাবর্ষে শ্রেণীভিত্তিক ভর্তি ফিতে ইলেকট্রিসিটির জন্য কোনো আলাদা টাকা দিতে হতো না। কিন্তু চলতি শিক্ষাবর্ষে হঠাৎ করেই ৪০০ টাকা অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এই অনভিপ্রেত ফি বৃদ্ধিতে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে ছাত্রছাত্রীদের পরিবারগুলোর মধ্যে। তাদের দাবি, এই অতিরিক্ত অর্থ বাতিল করতে হবে এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় ফের পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হলেও, অভিভাবকদের একাংশ দাবি তুলেছেন এটি যেন আবার এসএমসি দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফি সংক্রান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আস্থা ভোট বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ এপ্রিল।। কৈলাসহর শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আস্থা ভোটে কোন দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত না হওয়ার কারণে ভেস্তে যায় পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়।

গৌরনগর ব্লকের অধীনে ১৩ ওয়ার্ড বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতটি গত বছর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬ ওয়ার্ড দখল করে বিজেপি, চারটি ওয়ার্ড দখল করে কংগ্রেস এবং তিনটি ওয়ার্ড দখল করে সিপিআইএম। এককভাবে কোন দল পঞ্চায়েত গঠন করতে পারেনি। পরবর্তী সময় সিপিআইএম ও কংগ্রেস দল মিলে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতটি পরিচালনা করে।

প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় কংগ্রেস দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ দেব এবং উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় সিপিআইএম দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য আরমান আলিকে। কিছুদিন পঞ্চায়েতটি পরিচালনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়াকফ বিল নিয়ে ধুন্ধুমার জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায়

জম্মু, ৮ এপ্রিল (হি.স.)।। ওয়াকফ আইন নিয়ে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কাণ্ডের সাক্ষী থাকল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা, বিঘ্নিত হয়েছে সভার কাজকর্ম। মঙ্গলবার পিডিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের আহ্বান জানিয়ে বিধানসভায় একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেছে। তুমুল হৈহট্টগোলের কারণে ৩০ মিনিটের জন্য সভা মুলতবি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধায়ক আলতাফ কালু মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিধানসভায় বক্তব্য রাখার জন্য সময় চান, কিন্তু স্পিকার সাড়া দেননি। পিডিপি বিধায়ক ওয়াহিদ পারা এবং দলের অন্যান্য বিধায়করা কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে সভার ওয়েলে পৌঁছন। এরপর তাদের বের করে দেওয়া হয়। এনসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৃষি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.)।। কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং ইজরায়েলের কৃষিমন্ত্রী আভি ডিচটার। মঙ্গলবার কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন চৌহান ও ডিচটার। দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, উভয় দেশের কৃষি, উদ্ভাবন, জল এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে চমৎকার সহযোগিতা রয়েছে। চৌহান আরও উল্লেখ করেন, ভারতে জমির মালিকানা কম। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ক্ষুদ্র জমির মালিকানাধীন কৃষকদের জন্য কৃষিকাজকে আরও লাভজনক করার প্রচেষ্টা চলছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৯ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
২৬ চৈত্র, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সুস্বাস্থ্যে মনোযোগী হইতে হইবে

সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ব্যস্ত কারণ আমরা সকলেই বেশি বেশি উপার্জন করিয়া ভীষণ ভালো থাকিতে চাই। এই করিতে গিয়া একসময় আমরা সামাজিক সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি। আরও বড় জটিলতা হইল, ব্যস্ততার বাইরে, রোজকার কাজের বাইরে যেটুকু সময় থাকে, সেই সময়টাতেও আমরা তাতণিক আনন্দ লাভের জন্য মাথা গলাইয়া দিই সোশ্যাল মিডিয়ার ছত্রছায়ায়। অল্প সময়ের জন্য সন্তুষ্টি হয়তো লাভ হয়, তবে হৃদয়ের নিকটে থাকা মানুষগুলি শরীরের কাছে থাকিলেও কখন যেন তাহাদের সঙ্গে 'দূরত্ব বাড়ে, যোগাযোগ নিভে যায়।' অথচ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সঙ্গই তাহার মূল আনন্দের উৎস। সামাজিক যোগাযোগের অভাবে একসময় তাই কমিয়া আসে আনন্দ। তাই সামনে থেকে দেখা যাইবে, ছোঁয়া যাইবে এমন আত্মীয়স্বজন, বন্ধবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, সময় কাটানোর মতো কাজ যদি আমরা বন্ধ করিয়া দিই তাহা হইলে ভালো থাকিবার সত্যিকারের বোধটাই মিলিবে না! অতএব বন্ধুবান্ধব এরসঙ্গে মিলিয়া বেড়াইতে যান। ঘুরিঢয়া আসুন। আনন্দ করুন। মন থেকে দূর করুন সমস্ত রকম নেতিবাচকতা।নেতিবাচক চিন্তার আবার তিনটি ভাগ নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা। পরিবেশ নিয়া নেতিবাচক চিন্তা। ভবিষ্যত নিয়া নেতিবাচক চিন্তা।নিজের সম্পর্কে যখন কোনও ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভোগেন তখন তিনি জীবনে নানা দিক দিয়া সফল হওয়ার পরেও কোনও একটি ব্যর্থতাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতে থাকেন। আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার মিথ্যে প্রচারের যুগে এই অবসাদের অন্ধকূপে আছড়ে পড়িবার ভুল আমরা বার বার করি। তাহা কেমন? তিনজনের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হইল! সন্তান তৃতীয় স্থান দখল করিয়াছে! তাহাতে কী? সামাজিক মাধ্যমে বাবা-মা খুব করিয়া প্রচার করিলেন ' মাই চাইল্ড সিকিওরড দি পজিশন অফ সেকেন্ড রানার আপ ইন দ্য সিট অ্যান্ড ড্র কমপিটিশন!' সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া গেলেন একশোটি লাইক, দুশোটি কমেন্ট, তিনশোটি শেয়ার। তাই দেখিয়া আর এক বাবা তাঁহার সন্তানকে অযথা বকা দিলেন। অতএব বোঝাই যাইতেছে এই মেকি ও কৃত্রিম সামাজিক মাধ্যম পরিবৃত অবস্থায় আমরা যখন থাকি, তখন অন্যের সাফল্য দর্শনে আমরা পরশ্রীকাতর হই ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া নিজের অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাই। ক্রমশ তৈরি হইতে থাকে অবসাদ। সুতরাং প্রথমেই দূর করুন অন্তরের হীনমন্যতা। পারিপার্শকি পরিবেশ নিয়াও হইতে হইবে ইতিবাচক। কেউ সাহায্য করিল না মানেই সবাই ভালো আছে, শুধু আমিই অন্ধকারে রহিয়ছি! এই ভাবনা বাদ দিয়া নিজের দিকে তাকান। অতীতে কী কী কাজ সফলভাবে করিয়াছেন, আগামীতেও কী কী করিতে পারেন তাহা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখিবেন ইতিবাচক কিছু না কিছু খুঁজিয়া পাইতেছেন। নেতিবাচক ভাবনা আসে ভবিষ্যত নিয়াও। মুহূর্তের ব্যর্থতা মানিয়া নিতে কষ্ট হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন অনেকে। অফিস কর্মী ভাবেন চাকরি গেল! ছাত্রছাত্রীরা ভাবে পরীক্ষার ফলাফলে ব্যর্থতা কিংবা প্রেমজ সম্পর্কে ইতি মানে জীবনটাই বৃথা! এই নেতিবাচকতার সঙ্গে লড়িতে দরকার ব্যালেন্সের। তাহা গড়িয়া তোলা যায় প্রতিদিন বাবা-মা, সন্তান, প্রিয়জনের সঙ্গে মনের কথা বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে সময় কাটাইয়া। এছাড়া করিতে হইবে অন্তত আধঘন্টা এক্সারসাইজ! তাহাতে ধৈর্য্য বাড়িবে। কোথাও বেড়াইতে গিয়া আমরা তাড়াহুড়ো করিতে ভুলিয়া যাই, সময় দিই প্রকৃতিকে, অকিঞ্চিত ঘাসফুলও তখন যেমন মায়াময় মনে হয় ঠিক তেমনভাবে উপভোগ করিতে হইবে বর্তমান জীবনকে। ক্ষুদ্র সুন্দর বিষয়গুলির প্রতি তাই দৃকপাত করুন। তখন আর কোনও ফোন নয়, টেলিভিশন নয়, শরীর ও মনের কাছাকাছি থাকিবে কেবল দু'টি মন বা পরিবার। মন পূর্ণ হইয়া থাকিবে ইতিবাচক ভাবনায়।

জলন্ধরে বিস্ফোরণের ঘটনায় ধৃত দুই অভিযুক্ত, অপরাধে ব্যবহৃত অটোও বাজেয়াপ্ত

চণ্ডীগড়, ৮ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবের জলন্ধরে বিজেপির নেতার বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি অপরাধে ব্যবহৃত অটোও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পেশাল ডিজিপি অর্পিত শুক্লা বলেছেন, 'এই মামলায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই অপরাধে ব্যবহৃত অটোরিকশাটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য একটি বড় ঘটনা ছিল।'

স্পেশাল ডিজিপি অর্পিত শুক্লা আরও বলেছেন, 'প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, এটি পাকিস্তানের আইএসআই-এর একটি বড় ষড়যন্ত্র ছিল। জিশান আখতার, যিনি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তিনি এই মামলার মূল পরিকল্পনাকারী। আমাদের টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে যাতে এই মামলার তদন্ত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা যায়। আমরা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি এবং একটি বড় অভিযান শুরু করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, পঞ্জাবের জলন্ধরে বিজেপি নেতার বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার মধ্যরাতে জলন্ধরের বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন কালিয়ার বাসভবনের বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও ফরেনসিক দল, শুরু হয়েছে তদন্ত। গ্রেনেড ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন কালিয়া বলেছেন, 'রাত তখন ১টা হবে, সেই সময় একটি বিস্ফোরণ ঘটে, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল এটি বজ্রপাতের শব্দ। পরে আমাকে জানানো হয়, যে একটি বিস্ফোরণ হয়েছে, এর পরে, আমি আমার রক্ষীকে থানায় পাঠাই। সিসিটিভি খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে; ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও এখানে উপস্থিত আছেন।'

হাওড়ার কুলগাছিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের, জখম দুই

উলুবেড়িয়া, ৮ এপ্রিল (হি.স.): হাওড়ার কুলগাছিয়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। জখম হয়েছেন দু''জন। মঙ্গলবার সকালে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কলকাতাগামী লেনে আচমকাই চলে আসেন এক সাইকেল আরোহী। সেই সময়ে কলকাতার দিকে আসছিল একটি বাইক। তাতে ছিলেন দু'জন আরোহী। আচমকাই তাঁদের বাইকের সামনে ওই সাইকেল আরোহী চলে আসায় ব্রেক কষেন চালক। তখনই পিছন দিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে ওই সাইকেল ও বাইক আরোহীদের। সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে পড়ে যান তাঁরা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই গাড়িটিও রাস্তার ধারে থাকা ডিভাইডারে ধাক্কা মারে।

দুর্ঘটনাটি দেখতে পেয়েই দৌড়ে যান স্থানীয়রা। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁরা। তবে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। তাঁর নাম অভিষেক হাজরা (৩৮)। বাড়ি আমতার জয়পুর থানার উত্তর খালনা গ্রামে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অপর এক বাইক ও সাইকেল আরোহী আশঙ্কাজনক অবস্থায় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভূমিকম্পে ধ্বস্ত মায়ানমার

সুনীত রায়

ভূমিকম্পের জন্য মায়ানমার অপরিচিত নয়। কারণ হল, এর মাঝখান দিয়ে গেছে ইন্ডিয়ান প্লেট আর ইউরেশিয়ান প্লেট এর রূপান্তর সীমানা-যা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এই দুটি প্লেটের সীমানা সর্বদাই কিছু না কিছুভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। তার ফলে তৈরি হচ্ছে রূপান্তরিত সীমানা। বিভিন্ন গতির হারে দুটি প্লেট যখন নিজেরাই নিজেদের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকে তখনই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। ভূবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয় স্ট্রাইক-স্লিপ ভূমিকম্প। সাবডাকশন অঞ্চলে এই ধরনের ভূমিকম্পের মাত্রা খুব একটা বেশি হয় না। কিন্তু মায়ানমারের টেকটনিক্স এর সঙ্গে পশ্চিমে ইন্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটের সাবডাকসান অঞ্চলে তৈরি হয়ছিল সুন্দা মেগাথ্রাস্ট। ২০০৪ সালে এই সুন্দা মেগাথ্রাস্টের একটা অংশে ফাটল সৃষ্টি হয় আর সুমাত্রা আন্দামানে ৯.১ মাত্রার যে বিধ্বংসী সুনামি ভারত মহাসাগরের বুকে সৃষ্টি হয়েছিল তা কারোর অজানা নয়। আবার সাবডাকশন অঞ্চলে ২০২৫ সালের ২৮ শে মার্চ মায়ানমারে ৭. ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের যে উৎপত্তি হয়, তার সৃষ্টিস্থল হল উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ট্রেন্ডিং চ্যুতি যা সাগাইং চ্যুতি নামে পরিচিত।

ভূমিকম্পের সৃষ্টির জটিল তত্ত্ব আলোচনা করার আগে সব থেকে প্রথমেই জানা দরকার ভূমিকম্প কেন হয়? কি ভাবে হয়? আর কিসের জন্য হয়? পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা ডিমের মতো। ডিম সেদ্ধ করে যদি খোসা ছাড়ানো হয় তাহলে দেখা যাবে, খোসাটি বিভিন্ন আকৃতিতে ভেঙে যাচ্ছে। এই পাতলা খোসা পৃথিবীর ভূত্বকের সঙ্গে কল্পনা করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন ধরনের প্লেটে বিভক্ত। খোসার মধ্যে রয়েছে দৃঢ় কিন্তু পিচ্ছিল একটা আবরণ। এবার খোসার টুকরো গুলিকে যদি আলাদা করে সরানো হয়, তাহলে দেখা যাবে কিছু জায়গায় খোসা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে আবার কিছু জায়গায় চিড় ধরে আটকে রয়েছে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটে, আর তার ফলে সৃষ্টি হয় পাহাড়, সমুদ্রের তল আর ভূমিকম্প।

১৯১২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার পৃথিবীকে এইভাবে প্লেটের সঙ্গে তুলনা করে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাকে বলা হয় প্লেট টেউটনিক্স। এই তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীর বাইরের স্তরটি প্লেট দিয়ে তৈরি যা পৃথিবীর ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে সহজ হয়। পৃথিবীর চেহারাটা আজ আমরা যা দেখছি তা ২২.৫ কোটি বছর আগে ঠিক সেরকম ছিল না। তখন ছিল একটা অবিভক্ত মহাদেশ যার নাম হলো প্যানজিয়া। এই বিশাল মহাদেশের পেটের মধ্যে জমে থাকা অস্বাভাবিক উচ্চতাপের ফলে ২০ কোটি বছর আগে ফাটল ধরে আর ভাঙ্গতে শুরু হয়। তখন নতুন উপমহাদেশগুলির মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি মহাসাগর দিয়ে ভরাট ছিল। পৃথিবী প্রধানত সাতটি প্লেটে বিভক্ত। তার সঙ্গে রয়েছে আরও সাতটি ছোট আকারের প্লেট। প্রধান সাতটি প্লেট হল-প্যাসিফিক প্লেট, উত্তর আমেরিকান প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট, আফ্রিকান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট, অ্যান্টার্কটিক প্লেট এবং দক্ষিণ আমেরিকান প্লেট। প্লেট টেকটনিকের কার্যকলাপ চার ধরনের সীমানায় তৈরি হয়। বিচ্যুত সীমানা-যেখানে নতুন ভূত্বক তৈরি হয়। অভিসারী সীমানা যেখানে একটি ভূত্বক আরেকটি ভূত্বকের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সংঘর্ষমূলক সীমানা-যেখানে দুটি ভিন্ন ভরের প্লেট নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সীমানা রূপান্তর-যেখানে দুটি প্লেট একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উল্টোদিকে চলতে শুরু করে। এ ধরনের প্রক্রিয়া স্ট্রাইক-স্লিপ চ্যুতি হিসাবে পরিচিত।

সাম্প্রতিক মায়ানমারের ভূমিকম্পটিও সীমানা রূপান্তরের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। মহাদেশীয় স্লাইডিং এর ফলে নতুন ভূত্বক ক্রমাগত একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় তারফলে সমুদ্রতল আরও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই সঙ্গে পৃথিবীর আয়তন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন তো বৃদ্ধি হচ্ছে না। কারণটা হল, পুরানো ভুত্বক নতুন ভূত্বকের তলায় ঢুকে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়-এটাকে বলা হয় সাবডাকশন। দুটি প্লেট যেখানে মিলিত হয় সেই সীমানাকে কনভারজেন্ট সীমানা বলা হয়। এই সীমানায় গভীর খাদের সৃষ্টি হয় কারণ সমুদ্রের প্লেট পৃথিবীর নিচের দিকে বেঁকে যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠের গভীরে সাবডাকশনের ফলে সমুদ্রের ভূত্বক আর ম্যান্টেল উভয়ই আংশিকভাবে গলে গিয়ে একে অপরের পাশে পাশাপাশি চলতে থাকে। এই গলে যাওয়া ম্যাগমা যখন পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে আসে তখন সৃষ্টি হয় আগ্নেয়গিরি যেমন মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স। মহাদেশীয় সংঘর্ষের ফলে স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসা সমুদ্র তল সর্বদাই স্থলভাগের নিচে পিছলে যায়। এর কারণ হল, স্থলভাগ সমুদ্রতলের তুলনায় অনেক বেশি হালকা। আবার যখন দুটি স্থলভাগ মিলিত হয় তখন কেউই অন্যটির নিচে পিছলে যায় না। বরং দুটোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে সীমানা বরাবর ভূপ্রকৃতি ভেঙে পড়ে কিংবা ভাঁজ হয়ে যায়। কিছু ভূমির টুকরো অন্য টুকরোর উপরে বা নিচে চাপা পড়ে যায়। এইভাবেই সৃষ্টি হয় পর্বতশ্রেণি। আজ থেকে পাঁচ কোটি বছর আগে ইন্ডিয়ান প্লেট আর ইউরেশিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে তৈরি হয়েছিল হিমালয় পর্বতশ্রেণি। মহাদেশীয় গতিশীলতার জন্যে হিমালয় এখনও উচ্চতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপের আল্পস পর্বত শ্রেণিও এইভাবে তৈরি হয়েছিল। এমনকি এ্যাপলাচিয়ান পর্বতশ্রেণীও দুটি স্থলভাগ একত্রিত সংঘর্ষের ফলেই তৈরি হয়েছিল। পৃথিবীর ওপরেও যেমন পর্বতশ্রেণি আছে ঠিক সেইভাবে সমুদ্রের তলদেশে তৈরি হয় পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বত শ্রেণি। দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ, এশিয়ার হিমালয়, এমনকি উত্তর আমেরিকার রকিস পর্বতশ্রেণির থেকেও অনেক বেশি বিস্তৃত। সমুদ্রের তলদেশে পর্বত শ্রেণিটি ৪৭ হাজার মাইল বিস্তৃত। আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে আইসল্যান্ডে অবস্থিত। আফ্রিকার চারপাশে, ভারত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে, অস্ট্রেলিয়া আর অ্যান্টার্কটিকার মধ্যে আর উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে এটি বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণির শীর্ষ বরাবর একটা গভীর ফাটল রয়েছে যাকে বলা হয় রিফট ভ্যালি। আর এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সমুদ্রের তল। স্লিপিং এবং স্লাইডিং পদ্ধতিতে নতুন কোন রকম ভূত্বক সৃষ্টি হয় না আবার হারিয়েও যায় না। বরং দুটি প্লেট একটি আপরটিকে ঝাকুনি দিয়ে উপরে, নিচে বা পাশে সরে যায়। এই আকস্মিক ঝাঁকুনিতেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি। সান আন্দ্রেয়াস চ্যুতির পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট, যা উত্তর পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। পূর্বে উত্তর আমেরিকান প্লেট যা দক্ষিণ পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটে অবস্থিত লস এঞ্জেলস। এটি রয়েছে সানফ্রান্সিসকো থেকে ৩৪০ মাইল দক্ষিণে। ১ কোটি ৬০ লক্ষ বছর পর প্লেটগুলি এতটাই সরে গিয়ে স্থান পরিবর্তন করবে, যার ফলে লস এঞ্জেলসের পরিবর্তিত স্থান হবে সানফ্রান্সিস্কোর উত্তর দিকে। বর্তমানে সাতটি প্লেটের মধ্যে ইউরেশিয়ান প্লেট আর উত্তর আমেরিকান প্লেট অপেক্ষাকৃত অনেকটা স্থির। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটটি উত্তর-পশ্চিম দিকে বছরে ৯ থেকে ১০ সেন্টিমিটার করে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান প্লেট উত্তর দিকে বছরে ৫ থেকে ৬ সেন্টিমিটার বেগে গতিশীল। আফ্রিকান প্লেট উত্তর-পশ্চিম দিকে বছরে ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার বেগে এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ আমেরিকান প্লেটটি পশ্চিম দিকে বছরের ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার করে সরে যাচ্ছে।

মায়ানমারের নিচের সাবডাকশন অঞ্চলটি একটু তেরছা বা তির্যক প্রকৃতির সমুদ্র প্লেটটি মায়ানমারের নিচে দিয়ে পিছলে বছরে ৩ থেকে ৪ সেন্টিমিটার গতিবেগে উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে। এই চলার পথে অনেক ছোট ছোট চ্যুতি তৈরি হচ্ছে। এই ধরনের চ্যুতিগুলিকে ট্রান্সফর্ম চ্যুতি বলা হয়।

সাগাইং চ্যুতি হল এধরনের ট্রানসফর্ম চ্যুতি। ক্যালিফোর্নিয়ার সান আন্দ্রেয়াস চ্যুতিতে যে রকম গতি দেখতে পাওয়া যায়, সে একই রকম গতি সাগাইং চ্যুতির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। এই সাগাইং চ্যুতিটি দক্ষিণে আন্দামান সাগর থেকে মায়ানমারের একেবারে উত্তর অংশে হিমালয়ের পূর্ব কোণের দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। আকৃতিতে ১২০০ কিলোমিটার লম্বা আর সোজা। এই ধরনের চ্যুতিতে ভূমিকম্পগুলি বৃহৎ অঞ্চলে ফেটে পড়তে পারে-আর পিছলে যাওয়া চ্যুতির ক্ষেত্রফল যত বড় হবে ভূমিকম্প ততই ভয়ঙ্কর হবে। গত ১০০ বছরে এই অঞ্চলে ৭ মাত্রার বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার ছয়টি ভূমিকম্প হয়েছে। মহাদেশের মধ্যে ট্রান্সফর্ম চ্যুতিতে ভূমিকম্প বিশেষভাবে ধ্বংসাত্মক হতে পারে, কারণ ভূমিকম্পের ফাটল যদি খুব একটা গভীর না হয় তাহলে ভূপৃষ্ঠের কম্পনটা প্রচন্ড বেশি হয়। মহাদেশীয় প্রকৃতির অর্থ হল জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি চ্যুতির খুব কাছাকাছি অবস্থিত হতে পারে। বর্তমান কালের ৭.৭মাত্রার ভূমিকম্পটি সাগাইং চ্যুতি বরাবর ১০০ কিলোমিটার বেশি বিস্তৃত- এমনকি ২০০ কিলোমিটার হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাজধানী শহর নে পি তাওতে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে, গছে, যা মান্দালয়ের ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে সাগাইং চ্যুতির ওপর অবস্থিত। মায়ানমারের বিভিন্ন উৎস থেকে ঘনঘন ভূমিকম্প হয়। যার মধ্যে রয়েছে সাগাইং চ্যুতি আর ইন্ডিয়ান প্লেটের প্রান্ত বরাবর এক বিশেষ অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য টেকনিক কাঠামো। সাগাইং চ্যুতি বিরল প্রকৃতির, অপেক্ষাকৃত বড় ভূমিকম্পের মাধ্যমে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই ভূমিকম্পগুলি অগভীর গভীরতায় (সাধারণত ১০-১৫ কিলোমিটার) শুরু হয়। তার ফলে ভূপৃষ্ঠের পৌঁছানোর সময় ভূমিকম্পের তীব্রতা খুব বেশি একটা বিলুপ্ত হয় না। সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের বেশ কিছু ভূমিকম্প হয়েছে তাঁর প্রধান কারণ হল সাগাইং চ্যুতি, উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৫ সালে বাগান ভূমিকম্প (মাত্রা ৭.৩), ২০১১ সালে তরলে ভূমিকম্প (মাত্রা ৬.৪), ২০১৬ সালে চৌক ভূমিকম্প (মাত্রা ৬. ৮)।

তাছাড়া ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখতে পাওয়া যায় যে সাগাইং চ্যুতি বরাবর বিংশ শতাব্দীতে ৭ বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে ১৯৫৯ সালে সাগাইং শহরের কাছে, ১৯৪৬ সালে সাগাইং চ্যুতির উত্তর প্রান্তের কাছে দুটি আর ১৯৩০ সালে চ্যুতির দক্ষিণ প্রান্তের বোগো শহরের কাছে দুটি ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮৩৯ সালে মান্দালয়ের কাছাকাছি কেন্দ্র করে একটা খুব বড় ভূমিকম্পের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা আজকের ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিকতম সেরা প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণভাবে সাগাইং চ্যুতি বরাবর ৭. ০ মাত্রা বা তার চেয়ে বড় ভূমিকম্পের সময়, মায়ানমার তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ছিল। বেশিরভাগই নিচু কাঠের কাঠামো আর ইটের। তৈরির ধর্মীয় স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রধান শহর গুলিতে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। ২০১২ সালে মান্দালয়ের প্রায় ১২০ কিলোমিটার উত্তরে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ভূমিকম্পটি মাঝারি আকারের হলেও বহু ক্ষয়ক্ষতি আর ২৬ জন লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু আজকের ভূমিকম্প হল তার প্রধান শহরগুলির কাছাকাছি একটা অগভীর কেন্দ্রিক ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে আধুনিক মায়ানমারের অবকাঠামোর প্রথম পরীক্ষা।

থাইল্যান্ডের ব্যাংকক সহ কেন্দ্রীয় অঞ্চল আর দক্ষিণের কিছু অঞ্চলে মায়ানমারের তুলনায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি অনেকটাই কম। থাইল্যান্ডের অর্থনীতি মায়ানমারের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ, তাই এখানকার বাড়িগুলির পরিকাঠামোর মান সাধারণত অনেক উন্নত আর প্রযুক্তিভিত্তিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের দূরবর্তী ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুতি অনেকটাই বেশি। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ক্যাটাস্ট্রেফ রিস্ক মডেলিং এর সহকারি অধ্যাপক ড. রাবার্টও জেনটিল বলেন, সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ব্যাংককে নির্মীয়মান একটি উঁচুতলার বাড়ির নাটকীয় ধসের খবর পাওয়া গেছে। ব্যাংকক যদিও মান্দালয় থেকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত-তবুও এরকম ঘটনা ঘটল কেন? গভীর, খুব নরম মাটি অথবা অন্তর্নিহিত ভূতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের "বেসিন প্রভাবের" উপর উঁচু তলার বাড়িগুলির জন্য ভূমি-গতি বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। সেজন্যে উঁচু তলার বাড়িগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ কাঠামোগত মূল্যায়ন আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানী ড. ইয়ান ওয়াটকিনসন মনে করেন, ২০১০ সালের পরে মায়ানমারে উল্লেখযোগা ভাবে শক্তিশালী কংক্রিট দিয়ে উঁচু তলার বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মান্দালয়ের কিছু অংশে উঁচু তলার বাড়ি গুলি ভূমিকম্পের জন্য বিশেষভাবে বুকিপূর্ণ কারণ এগুলো সব আয়ারওয়াডি নদীর প্লাবন ভূমির উপর তৈরি। করা হয়েছে। সাগাই শহরটি অনেক ছোট। কিন্তু গত ১৫ বছরে নিমাণ শিল্পে প্রচন্ড গতি দেখা দিয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ তুরস্কে একই রকম ভূমিকম্প হয় আর বছরের পর বছর ধরে অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণের ফলে প্রভৃত ক্ষতিও হয়। একই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যেতে পারে সম্ভবত মান্দালয়, সাগাইং আর মধ্য মায়ানমারের বিভিন্ন শহরে প্রভৃত ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃতির রোষানলে মানব সমাজ আজ বিপন্ন। বিপন্নতার পেছনে লুকিয়ে আছে মানবজাতির নিজেকে অলীক শক্তিতে বলিয়ান বলার অসাড় আস্ফালন। প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক উপায় প্রকৃতির মত করে মানুষ যেদিন ভালবাসতে পারবে সেদিনই হবে সত্যিকারের মানবতার সার্থকতা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক অজানা কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের

মৃত্যু সম্পর্কে যখন নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি জানতে চাই জীবনের পরপারে কী আছে? তখন তিনি বলেছিলেন, "নচিকেতা, তুমি আমার কাছে যা কিছু জানতে চাও, আমি সব তোমাকে বলব। কিন্তু সেই অদৃশ্যলোকে, মানুষ যেখানে গমন করে - সেই লোকের কথা তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ো না।

তোমাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে দিচ্ছি, যত ভোগের উপকরণ আছে, সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। অজস্র অশ্ব দিচ্ছি, সুন্দরী রমণী দিচ্ছি, প্রচুর অর্থ দিচ্ছি, রাজসিংহাসন দিচ্ছি - কিন্তু তুমি আমাকে মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবনের ওপারে মৃত্যুর সেই অন্ধকার-লোকে কী আছে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কোরো না।"

এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি আবিষ্কার করা গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে - আমরা যে আত্মার বিশ্বাস করি, সেই আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। একথা মুখে বলা খুবই সহজ, অভ্যাস করা খুব কঠিন। সেজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, তোমরা মৃত্যু-সচেতন হও। কেন মৃত্যু-সচেতন হতে বলছেন তিনি? এইজন্যই বলেছেন যে মানুষ বড় জীবনকে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, পথের পাশে পড়ে থাকা কোনও ভিখারী হোক - সে কিন্তু চায় বাঁচতে। কিন্তু বাঁচা শব্দটার অর্থ আমরা কেউই জানি না। বাঁচা মানে আমরা যেটুকু ব্যাখ্যা করি বা বুঝি, সেটুকু হচ্ছে একটা অভ্যাসের চাকায় আবর্তিত হওয়া। রোজ সকাল আসবে, রাত্রি আসবে - আবার সকাল আসবে, আবার রাত্রি আসবে - এবং আমরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব। মৃত্যুর দিকে মানে কী? অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া - অর্থাৎ আমি যে আমিটাকে আঁকড়ে ধরে আছি; এই আমির পরিচয় - আমি যে নাম বলি, আমার যে ঠিকানা বা জীবিকা বা পেশা ইত্যাদি যেমন বস্তু দিয়ে এই আমিটি গঠিত হয়েছে।

সেই আমিটি আমি হারিয়ে ফেলব একদিন। এবং সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। আমার ছিল - এই ছিল, সেই ছিল, বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, অমুক ছিল, তমুক ছিল। এই আমার, আমার - এই বস্তুগুলোকে ছেড়ে চলে যেতে আমাদের বড় বেদনা হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন এটি হচ্ছে বাপু তোমার কাঁচা আমি - যে আমি বলে যে এই পৃথিবীতে আমার যে সমস্ত বস্তু চিহ্নিত হয়ে আছে, সেগুলি আমার এবং এতে কারোর অধিকার নেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এটা তোমার কাঁচা আমি।

তার কারণ, এর কোনোটিই তোমার নয়। তুমি যে মুহূর্তে চোখ বুজবে - কোথায় তোমার বাড়ি, কোথায় তোমার গাড়ি, কোথায় তোমার ঘর? কোথায় তোমার স্ত্রী - পুত্র - পরিবার? কিছুই নেই। যদি জীবনের প্রথম স্তরেই আমরা এই ধারণাটি করে নিতে পারি যে এই পৃথিবীতে যা কিছু আমি আমার বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি, সেগুলোর কোনোটিই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না; অতএব, এগুলোর সবই হচ্ছে অনিত্য বস্তু।

অনিত্য বস্তু মানে কী? আমার অনস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেগুলোর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সেই বস্তুগুলোকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অনিত্য বস্তু। আর কোন বস্তুটি নিত্য? যে বস্তুটি আমি চলে যাবার পর থাকবে, যে বস্তুটিতে গিয়ে আমি হাজির হব; সেই বস্তুটি নিত্য। তিনি কে? সেই নিত্যবস্তুটি বলছেন, তিনি ঈশ্বর। কেন ঈশ্বর? কেমন ঈশ্বর? বললেন, তাঁকে তুমি রূপে কল্পনা করো। তাঁর অনেক রূপ আছে। তুমি যদি জ্ঞান দিয়ে তাঁকে ধরতে চাও, তাহলে তিনি জ্ঞানী। তিনি কখনও সাকার, কখনও নিরাকার। এবং এই ঈশ্বরকে তুমি যে আখ্যায়ই ভূষিত করো না কেন, তিনি ঠিক সেই রূপেই তোমার সামনে হাজির হবেন। তোমার বিশ্বাসে ঠিক সেই ভাবেই ধরা দেবেন।

এবং তুমি যদি নাস্তিকও হও, সেই নাস্তিককেও তিনি বলছেন ঘোরতর আস্তিক। তার কারণ, তিনি একটা জিনিসকে ফেলে দিতে চাইছেন - সেটা হচ্ছে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অতএব আমার সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলা ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে লক্ষ্মী পুজার আয়োজন করা হয়।

আরওবি এবং আরইউবি নির্মাণ দ্বারা রেলপথের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

গুয়াহাটি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অসম, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে রেলওয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত এবং পরিকাঠামো উন্নত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। এপ্রিল ২০২৪ ও মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি), রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি), লো হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস), প্রত্যক্ষভাবে বন্ধ এবং পরিকল্পিত ডাইভারশনের মাধ্যমে ২৮টি মানবযুক্ত লেভেল ক্রসিং (এমএলসি) অপসারণ করেছে। এই প্রচেষ্টার দ্বারা সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত, ট্রেন বিলম্ব হ্রাস এবং সামগ্রিক অপারেশনেল দক্ষতা উন্নত করেছে।

অতিরিক্তভাবে, এই সময়ের মধ্যে ১১টি আরওবি এবং ২৬টি আরইউবি নির্মাণ করার ফলে কানেক্টিভিটি উন্নত হয়েছে এবং সড়ক ও রেল উভয় যাতায়াতের জন্য সুগম, যানজট-মুক্ত চলাচল নিশ্চিত করেছে যা আধুনিক এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন সমাধানের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে দর্শায়।

এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ বিভিন্ন সংস্থা যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এনএইচএআই), রেলওয়ে ডিভিশন, কনস্ট্রাকশন উইংস এবং ডিপোজিট এজেন্সিগুলি দ্বারা রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় সাধন করে করা হয়। সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিব্রুগড়, কামরূপ মেট্রো, যোরহাট এবং লখিমপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উল্লেখযোগ্য আরওবি এবং আলিপুরদুয়ার ও কোকরাঝাড়ের মতো এলাকায় আরইউবি অথবা এলএইচএস পরিকাঠামো সহ প্রকল্পগুলির সময়মত সম্পাদন নিশ্চিত হয়েছে।

প্রত্যেক প্রকল্পের ট্রাফিক ভলিউম এবং স্থানীয় আবশ্যকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপে, যোরহাটের এফএম-৫৭ এবং লখিমপুরের আরএম-২৫৭-এর মতো হাই-ট্রাফিক সাইটগুলি উন্নতমানের সুরক্ষা এবং বাধাহীন সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য সুগঠিত রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

এর বিপরীতে, সম্পদগুলি দক্ষভাবে ব্যবহার করার জন্য কম ভিড়-ভাড় থাকা স্থানগুলি সরাসরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই বিকাশকার্য্য ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল-এ ইতিমধ্যেই পরিবহন ব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করার জন্য শুরু করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে দুর্ঘটনাপ্রবণ লেভেল ক্রসিং বন্ধ, রাস্তার যানজট এবং ভ্রমণ বিলম্ব হ্রাস, বাধাহীন ট্রেন চলাচল এবং লজিস্টিক ও যাত্রী চলাচলের সামগ্রিক উন্নয়ন রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, এই প্রচেষ্টাগুলি আঞ্চলিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে দূর-দুরের এলাকা এবং সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে প্রবেশযোগ্যতা উন্নত এবং সুগম মাল পরিবহন সক্ষম করে।

বহনক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে, লেভেল ক্রসিংগুলিতে ঘন-ঘন ট্রেন না-থামানোর পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানী খরচ এবং নির্গমন কমেছে ও ভারতের পরিবেশগত লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত ইঞ্জিনীয়ারিং, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ক্রস এজেন্সির সহযোগিতার মাধ্যমে প্রগতিকে আরও আগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার লক্ষ্য আগামী বছরগুলিতে গতি, সুরক্ষা এবং পরিষেবাকে আরও উন্নত করা।

হাইলাকান্দিতে অসমী ভোগালি মেলা

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি শহরের টাউন হলে বুধবার থেকে অসমী ভোগালী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আসাম রাজ্যে গ্রামীণ জীবিকা মিশনের হাইলাকান্দি শাখার উদ্যোগে এস এইচজি সদস্যদের উৎপাদিত সামগ্রির প্রদর্শনীর জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার বেলা একটায় এই মেলার উদ্বোধন করা হবে। আগামী ১২ এপ্রিল পর্য্যন্ত এই মেলা চলবে। প্রদর্শনীতে এসএইচজি সদস্যদের উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয়ের সুযোগও রয়েছে।

হাইলাকান্দিতে পোষণ পকোড়া অভিযান শুরু

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে হাইলাকান্দিতে মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি আহরণের উদ্দেশ্যে চলতি বছরের পোষণ পকড়া মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সুদর্শনপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অভিযান শুরু হয়েছে। আগামী ২২ এপ্রিল পর্য্যন্ত জেলায় পুষ্টিকর আহারের গুরুত্ব সংক্রান্ত এই অভিযানে সচেতনতা বাড়ানো হবে। চলতি বছরের এই অভিযান সপ্তম বছরে পড়ল। এ বছরের অভিযানে শিশুদের জীবনের প্রথম এক হাজার দিবসের পুষ্টিকর আহারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে। এছাড়া শিশুদের স্থূলতা প্রতিরোধ স্বাস্থ্যকর আহার সম্পর্কেও প্রচারাভিযান ও চলতি বছরের অভিযানে গুরুত্ব পাবে।

হাইলাকান্দিতে প্রচারাভিযানের অনুমতি নিতে হবে সার্কেল অফিস থেকে

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার অভিযানের জন্য প্রার্থীদের সভা, রেলি, মাইক,গাড়ি ইত্যাদির অনুমতি সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস থেকে নিতে হবে। জেলা কমিশনার মঙ্গলবার এক আদেশ ইস্যু করে এই অনুমতির আগে সংশ্লিষ্ট থানা থেকে রাজ্যিক নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এই অনুমতি পত্রের কপি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এবং এক্সপেন্ডিচার মনিটরিং সেলেও পাঠাতে জেলা কমিশনারের আদেশে বলা হয়েছে।

শ্রীভূমিতে আসছেন পাথারকান্দি সম জেলার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক

শ্রীভূমি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে পাথারকান্দি সম জেলার নির্বাচনী পর্য্যবেক্ষক সাজ্জাদ আলম বুধবার শ্রীভূমি আসছেন। তার যোগাযোগের নম্বর হচ্ছে -৯৪৩৫১০৮২৫১। পর্য্যবেক্ষকের প্রটোকল অফিসার হলেন এনএইচএম এর ডিপিসি, এনসিডি- এল. প্রকাশ সিংহ, চলভাষ নম্বর ৮০১১৮৮৬৭৫৭।

ওএমআর’-এর ‘মিরর ইমেজ’ প্রকাশ্যে আনার দাবি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি পরীক্ষার ‘ওএমআর’-এর ‘মিরর ইমেজ’ প্রকাশ্যে আনার দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আমাদের দাবি, ওএমআরের মিরর ইমেজ প্রকাশ্যে আনা হোক। আর যাঁরা তা প্রকাশ্যে আনতে দিচ্ছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক।’’ না হলে যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত থেকে যাবেন বলে দাবি বিজেপি সাংসদের।

গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে এই রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীর। ২০১৬ সালের এসএসসি-র পুরো প্যানেলে বাতিল করে দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

এর আগে এই নির্দেশই দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টও।

তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ই সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার চাকরিহারাদের একটি প্রতিনিধিদল অভিজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। পরে অভিজিৎবাবুরা এসএসসি অফিসে আসেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার লক্ষ্যে। যদিও সেই সময় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান দফতরে ছিলেন না।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়দানের দিনই অভিজিৎবাবু বলেছিলেন, ’এই মুহূর্তেই যেন দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি কমিটি গঠন করেন। আমি যতদূর জানি বা বুঝেছি, যারা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছে এবং যারা ভালো করে পড়াশোনা করে সৎভাবে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে তাদের আলাদা করা আজও সম্ভব। আমি কাউকে দোষারোপের প্রশ্ন যাব না। এই যে ছেলেমেয়েগুলোর উপর আজ বিপর্যয় নেমে এসেছে এখান থেকে ওদের উদ্ধার করতেই হবে।’

চাকরিহারাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী। চাকরিহারাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মঙ্গলবার দুপুরে বৈঠক করেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সোমবারের নেতাজি ইন্ডোরের সভাকে ভাঁওতা বলে কটাক্ষ করেন অভিজিৎবাবু। তাঁর পাল্টা বার্তা, এখন থেকেই বড় আন্দোলন শুরু করতে হবে নাহলে সকলকে ডুবে মরতে হবে।

মঙ্গলবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন বিজেপি সাংসদের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচীও। চাকরিহারাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা স্পষ্ট বার্তা দেন, তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর পথ নেই। সবাই মিলে একজোট হয়ে না লড়লে সকলে ডুবে মরবে। সেই প্রেক্ষিতেই রাস্তায় অবস্থান এবং অনশনের আহ্বান জানান তাঁরা। সূত্রের খবর, চাকরিহারাদের প্রতি সমবেদনা জানান অভিজিৎবাবু। তাঁদের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন। সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর দিনেই এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন তিনি। চাকরিহারাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই দাবি করেছেন, যাঁরা জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের আলাদা করে বাছাই করা সম্ভব। এজন্য যারা সৎ ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাদের সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি।

এদিনও চাকরিহারাদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, ""আমি বলেছিলাম একটা কমিটি তৈরি করতে। যোগ্য অযোগ্য বের করা সম্ভব। সিবিআই যে মাদার ডিস্ক বের করেছিল সেটা এসএসসি সঠিক বলে ধরুক এবং ওটাই ওয়েব পেজে আপলোড করুক। তারপর সেটা সুপ্রিম কোর্টে পেশ করুন।"" বিজেপি সাংসদ বলেন, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং এসএসসি চেয়ারম্যানের উচিত বিদ্রোহ ঘোষণা করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় আদতে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সকলের হাত-পা বেঁধে রেখেছেন তিনি।

অভিজিৎবাবুর কথায়, ""আগেই বলেছিলাম রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কমিটি গঠন করুন। কিন্তু একা মুখ্যমন্ত্রী যে কমিটি বানাবেন তা মানলে চলবে না। কারণ উনি নিজের লোক ঢোকাবেন সেখানে। যেমন টাকা নিয়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন।""

শ্রীভূমি শহরে নতুন জল সরবরাহ প্রকল্পের সমীক্ষা

শ্রীভূমি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের শ্রীভূমি সংমন্ডলের নির্বাহী বাস্তুকার এক বিজ্ঞপ্তি যোগে শ্রীভূমি শহরের জনগণের অবগতির জন্য জানিয়েছেন যে শ্রীভূমি শহরে নতুন জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজের বরাত গুয়াহাটির মেসার্স ডি. কে. অ্যাসোসিয়েটকে প্রদান করা হয়েছে। এতে শ্রীভূমি শহরের ঘরে ঘরে ওই অ্যাসোসিয়েটস থেকে গৃহ সংযোগ সমীক্ষা করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীভূমির জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে ওই অ্যাসোসিয়েটের প্রতিনিধিদের সমীক্ষার কাজে সহযোগিতা করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রয়োজনে গৃহের পরিচয় পত্র হিসেবে নিজের ভোটার আইডি কার্ডের প্রতিলিপি অ্যাসোসিয়েটের প্রতিনিধির কাছে প্রদান করতে বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া সমীক্ষার সময় কোন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হলে নিজ এলাকার পৌর কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কন্টোল রুম হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাইলাকান্দি জেলা কমিশনারের কার্য্যালয়ে একটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। এই কন্টোল রুমের ফোন নম্বর হলো ০৩৮৪৪২৯৫০৪৬ । জনসাধারণকে প্রয়োজনে এই কন্টোলরুমে পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত খবরাখবর এবং অভিযোগ জানাতে জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone 0381-2330010, e-mail:mechdivision.amc@gmail.com
F. No. 6084/Mech.Div/AMC/2025/225-227 Date/05/04/2025

E-tender Notice

Press Notice inviting Tender No -03/PNIT/Mech Div/AMC/2025, Dt 05/04/2025

On behalf of Hon'ble Mayor, AMC this E-tender is invited by the Executive Engineer, Mech Div, AMC for the following:-

Sl No.	Name Equipment/Machinery	Application Fees	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical Bid
01	Supply of 03 Set of Mini Desilting Machines along with Comprehensive O & M for a period of 5(Five) Years.	10000.00	3.00 Lakh	16/04/2025 at 6.00 PM

The tender details shall have to be downloaded from website http://tripuratenders.gov in till for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online in the above website. Bids must be submitted online on or before 5.30 pm on 16/04/2025 Bids received online shall be opened on 16/04/2025 at 6:00 PM in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

(Er. C. Chakraborty)
(Executive Engineer-Mech)
Agartala Municipal Corporation

আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা, পাল্টা অজস্র কুকথা শুনতে হলো কবি সুবোধকে

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): সমাজমাধ্যমে প্রবল ধিক্কারের জেরে মঙ্গলবার আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় কলম ধরেছেন কবি সুবোধ সরকার। তাঁর সেই পোস্টেই ধ্বণিত হয়েছে নেটনাগরিকদের একাংশের ঘৃণা ও প্রতিবাদ।

সুবোধবাবু লিখেছেন, ‘‘বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই ’’অপরাধ’’ আমি যেন আমৃত্যু করে যেতে পারি।’’ প্রতিক্রিয়ায় সুমনা চৌধুরী লিখেছেন, ‘‘তোকে গদ্যভাষায় আবেদন করতে বা পদ্য ভাষায় চটি চাটতে কে বলেছে বে দালাল??’’ সুমন নাগ লিখেছেন, ‘‘ভদ্র মানুষ ভালো মানুষ মনে হয় কোনো দল করেনা।আর কোনো দল যদি করে সে যেই দল ই হোক না কেন মানুষ আর তাকে সম্মান করে না।’’

সুজাতা ঘোষরায় লিখেছেন, ‘‘আপনি তো ওনার (পড়ুন মমতার) আপনজন, তাই আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন করব! এতদিন ধরে সরকারের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতের কাছে যোগ্যদের তালিকা দিতে পারে নি কেন? এত্ত টাকা খরচ করে কেস লড়ে হেরে যাওয়ার পরে আউটডোর এ মিডিয়া কনফারেন্স না করে ইন্ডোরে সভায় বিকাশ ভট্টাচার্য্যকে গাল পাড়তে গেলেন কেন? আর যোগ্যদের ব্যাজ ঝুলিয়ে অনেক প্রধান শিক্ষক কি সত্যিই গিয়ে ছিলেন? ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করুন প্লিজ।’’

কাকলী চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘‘যেভাবে লিখেছিলেন ’রূপমকে একটা চাকরি দিন’...আর একবার বলুন তো কবি দেখি!

কিন্তু পারবেন না আপনি, কিছুতেই পারবেন না।’’

চিন্ময় দাস লিখেছেন, ‘‘আপনার লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আমার সংগ্রহে আছে।ভাবছি ওগুলো এবার আর কাছে রাখব না।

সত্যিই আর কিছু বলতে পারছি না। সুবোধ সরকারকে কবি হিসাবে দেখেছি... অন্যভাবে দেখতে ভালো লাগলো না।

এর প্রেক্ষিতে ইন্দ্রানী রায় লিখেছেন, ‘‘একদম। এটা আমারও মত। কবি সুবোধ সরকারের কবিতা পড়ে তাঁকে যথেষ্ট সংবেদনশীল মানুষ বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু এইভাবে অবুঝের মতো যোগ্য দের পাশে থাকতে চাইছেন। এই ভাবে যোগ্যদের পাশে থাকা যাবেনা তা আপনি জানেন। হলে ওই মঞ্চ থেকে আপনার বার্তা দিতেন না। সবাই বুঝতে পারছে।’’

আনজু বানু লিখেছেন, ‘‘আপনি একজন সুসাহিত্যিক সাদা কালো নিশ্চয় বোঝেন। ঘুষ নিয়ে অযোগ্যদের শিক্ষক করে স্কুলের মত এমন একটা জায়গায় যদি বসিয়ে দেওয়া হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী শিখবে? শিক্ষকরাই তো গড়ে তোলে দেশের নাগরিক। তারা নিজে যদি শিক্ষিত না হন ছাত্রদের কী শিক্ষা দেবেন?

দেবাশিস সেনগুপ্ত লিখেছেন, ‘‘মানুষকে প্রথমে বিপন্ন করে তারপর তাদের পাশে দাঁড়ানোর নাটককে স্পষ্ট গদ্যর ভাষায় বলে ’’জুতো মেরে গরুদান’’। আর কবিতার ভাষায় বলে ’’আয় আরো লুটেপুটে খাই’’। আপনি দুটোতেই ওস্তাদ। সেটা কথা না। আপনি ডাকাতের কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে তার কাছেই ডাকাতির বিচার চাইবেন আর গাল খেয়ে কুঁইকুঁই করবেন এ কেমন কথা অ-কবি?’’

চাকরিহারাদের নিয়ে এসএসসি দফতরে সাংসদ অভিজিৎ

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার বিকেলে এসএসসি দফতরে যান বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নজিরবিহীনভাবে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে এদিন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ’রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা জুড়ে আরও বড় আন্দোলন হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলছেন, ভাঁওতাবাজি করছেন। এটা আর মেনে নেওয়া যাবে না। আশা করছি ওঁর সৎ বুদ্ধির উদয় হবে। কাল আবার এসএসসি অফিসে আসব।’

মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ চাকরিহারাদের নিয়ে এসএসসির দফতরে পৌঁছোন অভিজিৎবাবুরা। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীও। যদিও এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের।মঙ্গলবার বিকেলে এসএসসির দফতর থেকে বেরোনোর সময় অভিজিৎবাবু সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আমরা আমাদের দাবিদাওয়া জানিয়েছি। ওখানে থাকা পুলিশ আধিকারিককেও জানিয়েছি যে আমরা বুধবার আবার আসব।

তৃণমূল সংসদীয় দলে ‘গৃহযুদ্ধ’ নিয়ে ময়দানে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূল সংসদীয় দলে ‘গৃহযুদ্ধ’ নিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। তৃণমূলের লোকসভা সাংসদদের হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপের বিভিন্ন বক্তব্যের স্ক্রিনশট দিয়ে মঙ্গলবার তিনি তাঁর ‘এক্স’ হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন অমিতবাবু।

এই পোস্টে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘কে এই ভার্সেটাইল ইন্টারন্যাশনাল লেডি?’ প্রসঙ্গত, তৃণমূলের ওই হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে মহিলা সাংসদকে ওই বিশেষণেই ভূষিত করেছেন দলের প্রবীণ সাংসদ।

মালব্য যে স্ক্রিনশট সমাজমাধ্যমে দিয়েছেন, তাতে নাম রয়েছে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নতুন সাংসদ কীর্তি আজাদের। রয়েছে তাঁদের মধ্যে লিখিত বাগ্‌যুদ্ধের ছবি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 01/EE/DWS/AGT-II/2025-26 Dated- 05/04/2025

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e- tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the works as detailed below:-

Sl No.	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 01/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹48,02,566.00	₹ 96,051.00	180 Days	₹.1,000.00
2	DNIe-T No: 02/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹ 9,70,181.00	₹ 19,404.00	180 Days	₹.1,000.00
3	DNIe-T No: 03/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2025-26	₹ 9,69,584.00	₹ 19,392.00	180 Days	₹.1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-05/04/2025 at 18.00 hours. Last date and Time for Document Downloading and Bidding-25/04/2025 up to 15.00 hours. Date and Time for Opening of Bid-25/04/2025 after 15.30 hours..

This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

ICA/C-103/05

(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Agartala-II, Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-02/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 05/04/2025.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T/ Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl. No.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 03/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.23,14,121.00	₹. 46,282.00	180 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIe-T No: 04/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.24,26,928.00	₹. 48,539.00	180 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
3.	DNIe-T No: 05/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,68,008.00	₹. 19,360.00	60 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
4.	DNIe-T No: 06/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,56,856.00	₹. 19,137.00	45 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
5.	DNIe-T No: 07/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.40,88,334.00	₹. 81,767.00	365 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
6.	DNIe-T No: 08/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,64,821.00	₹. 19,296.00	180 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
7.	DNIe-T No: 09/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.24,26,928.00	₹. 48,539.00	180 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
8.	DNIe-T No: 10/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,70,537.00	₹. 19,411.00	180 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
9.	DNIe-T No: 120/DNIeT/EE/DWS/JRN/2024-25	₹.49,49,960.00	₹. 98,999.00	90 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 05/04/2025.at 18.00 hours. > Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 25/04/2025 up to 15.00 hours.

Date and Time for Opening of Bid- 25/04/2025 at 15.30 hours.

This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

ICA/C-097/25

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania Ranirbazar, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ছুটির দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে থাকুক মটন কোলাপুরি

সপ্তাহান্তে একটা ছুটি। দেরি করে ঘুম থেকে উঠবেন, তার উপায় নেই। সকাল সকাল বাজারের থলি হাতে বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ, খাসির দোকানে লম্বা লাইন পড়ে যাবে। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে যখন মাংস কেনার আসবে, তখন আর পছন্দ অনুযায়ী "সামনের রান", "সিনহা", "রিব" কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই ছুটির দিনে এটুকু কষ্ট মেনে নেওয়াই যায়। তা কষ্ট করে খাসির মাংস কিনবেন, কোন পদ বানাবেন? কষা, ঝোল, কোর্মা তো অনেক হল, স্বাদবদল করতে একটু অন্য প্রদেশের রান্না করলে মন্দ হয় না। তাই গরম ভাতের সঙ্গে থাকতেই পারে মটন কোলাপুরি। কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ:
খাসির মাংস: ৫০০ গ্রাম
আদা, রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
তেল: ৪ টেবিল চামচ
হলুদ: আধ চা চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
পেঁয়াজ: ২ টেবিল চামচ
নারকেল কোরা: আধ কাপ
গোটা ধনে: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
তিল: ১ চা চামচ
পোস্ত: ৩ টেবিল চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৬টি
লবঙ্গ: ১টি

প্রণালী: ১) খাসির মাংস ধুয়ে আদা, রসুন বাটা মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। ২) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন গোটা ধনে, জিরে, পোস্ত, তিল, লঙ্কা, লবঙ্গ ফোড়ন দিন। ৩) একটু ভাজা হলে এ বার পেঁয়াজ দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দিন নারকেল কোরা। ৪) নাড়াচাড়া করার পর, একটু ঠান্ডা করে সবটা মিক্সিতে দিয়ে বেটে নিন।
৫) ওই কড়াইতে আরও একটু পেঁয়াজ ভেজে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন ম্যারিনেট করে রাখা মটন। ভাল করে কষতে থাকুন।
৬) এ বার খাসির মাংসের জন্য আলাদা করে রাখা বেটে রাখা মশলা দিয়ে দিন। বেশ কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মাংস থেকে তেল ছেড়ে এলে এক কাপ গরম জল দিয়ে দিন। ৭) ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। তাড়া থাকলে প্রেশার কুকারেও দু'-তিনটি সিটি দিয়ে নিতে পারেন।

ডাব সর্ষে পনির

নিরামিষের দিনে দুপুর কিংবা রাতের ভোজে পনিরই ভরসা। তবে পনিরের ঝোল আর ছানার ডালনা বাদে পনির দিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না বাঙালি। ডাবের সঙ্গে চিংড়ির মেলবন্ধন বরাবরই খুশি করেছে ভোজনরসিকদের। তবে ডাবের সঙ্গে পনিরের যুগলবন্দিটাও কিন্তু মন্দ হয় না। অল্প কয়েকটি উপাদান দিয়ে ডাব-সর্ষে পনির বানাতে পারেন বাড়িতেই। রইল রেসিপির হদিস।

উপকরণ:
পনির: ৩০০ গ্রামমালাই-সহ
ডাব: ১টি
নারকেল কোরা: ৩ চা চামচ
নারকেলের দুধ: ৩ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৪ চা চামচ
সর্ষে বাটা: ২ টেবিল চামচ
দই: ২ টেবিল চামচ নুন: স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা: স্বাদ মতো

প্রণালী:
ডাব থেকে জল বার করে নিন। মাঝারি টুকরো করে কেটে নিন পনিরও। এ বার সর্ষে, নারকেল কোরা ও স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা একসঙ্গে নিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এই পনিরে বেটে রাখা মিশ্রণ, নুন, টক দই আর নারকেলের দুধ দিয়ে মাখিয়ে তার উপর দিয়ে সর্ষের তেল ছড়িয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণকে ডাবের ভিতরে দিয়ে দিন। ডাবের মুখটা ঢেকে দিয়ে আটা দিয়ে চারপাশটা বন্ধ করে দিন। এ বার একটি সসপ্যানে জল গরম করে ডাবটি বসিয়ে দিন। মিনিট ১৫ ভাপানোর পর তৈরি হয়ে যাবে ডাব-সর্ষে পনির। গরমাগরম পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ত্বকের যত্ন নেবেন কী ভাবে?

অফিস, সংসার, সন্তানের পড়াশোনা, বাড়ির দায়িত্ব সব কিছু সামলে নিজের দিকে তাকানোর সুযোগ পান না মহিলারা। রূপচর্চা তো দূর, শরীরের খেয়াল রাখতেই হিমসিম খান। কিন্তু ভিতর থেকে সুস্থ থাকার পাশাপাশি তো বাহ্যিক সৌন্দর্যও জরুরি। চুল থেক নখ, সবেরই পরিচর্যা করা প্রয়োজন। আলাদা করে পার্লারে যাওয়ার সময় নেই।

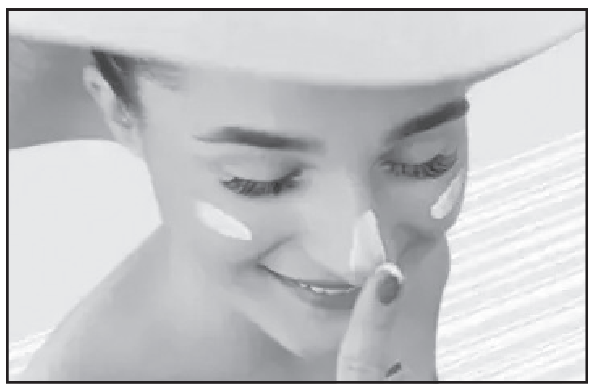

বাড়িতেও যে ঘরোয়া টোটকায় নিজের যত্ন নেবেন, তারও অবকাশ নেই। অগত্যা ছুটির দিনই ভরসা। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি দূর করতে রবিবার হতে পারে আদর্শ দিন। সপ্তাহের এই একটি দিন নিজের জন্য রাখুন। ধাপে ধাপে কী ভাবে নিজের যত্ন নেবেন?

ক্লিনজার দিয়ে ভাল করে ত্বকের জমে থাকা ময়লা তুলে ফেলুন।

সময় নিয়ে ত্বক পরিষ্কার করুন
সপ্তাহের প্রতিটি দিন ব্যস্ততা হল অন্যতম সঙ্গী। অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শরীর। ফলে সময় নিয়ে ভাল করে ত্বক পরিষ্কার করা হয় না। রবিবার সেই তাড়াহুড়ো নেই। ফলে ত্বকের জন্য কিছুটা সময় রাখুন। আয়নার সামনে বসে ক্লিনজার দিয়ে ভাল করে ত্বকের জমে থাকা ময়লা তুলে ফেলুন। তার পর ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ত্বকের মরা কোষ তুলে ফেলুন ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে যায় মরা চামড়ার জন্য। সপ্তাহভর নিজের দিকে তাকানোর সময় না পেলেও ছুটির দিনে একটু সময় বার ত্বকে এক্সফোলিয়েশনে জোর দিন। তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন বিভিন্ন স্ক্রাব। সময় থাকলে বাড়িতেও কিন্তু স্ক্রাব বানিয়ে নিতে পারেন।

ফেস মাস্ক
ব্রণর সমস্যা রয়েছে অনেকেরই। অথচ ব্যস্ততার কারণে ব্রণর মোকাবিলা করা সুযোগ পাওয়া যায় না। ছুটিতে ব্রণ তাড়ানোর প্রস্তুতি নিতে পারেন। এক দিনের চেষ্টায় ব্রণ চলে যাবে না। তবে ফেস মাস্ক এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও ফেস মাস্কের গুরুত্ব রয়েছে। তাই ছুটিতে রূপচর্চার তৃতীয় ধাপ হতে পারে ফেস মাস্কের ব্যবহার।

ময়েশ্চারাইজিং
রূপচর্চার অন্যতম ধাপ হল ময়েশ্চারাইজারের ব্যবহার। ত্বক টানটান এবং মসৃণ রাখতে ময়েশ্চারাইজার না মাখলে চলবে না। তাই রূপচর্চার রুটিন থেকে ময়েশ্চারাইজার বাদ দিলে চলবে না। বরং ময়েশ্চারাইজিংয়ের প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে।

বিশ্রাম ত্বকের যত্ন শুধু বাইরে থেকে নিলে চলবে না। ভিতর থেকে ত্বকের খেয়াল রাখতে হবে। সেটা করতে শুধু ছুটে বেড়ালে চলবে না। পর্যাপ্ত বিশ্রামও নিতে হবে। ক্লান্তির ছাপ যদি ত্বকে থাকে, তা হলে কোনও প্রসাধনী ব্যবহার করেই লাভ হবে না।

কারিপাতার গুণেই হবে সমস্যার সমাধান

ক'দিনের বৃষ্টিতে অতিরিক্ত গরম থেকে রেহাই মিলেছে ঠিকই। তবে বর্ষাকাল মানেই তো চুলের বারোটা। সে বৃষ্টির জল মাথায় পড়ুক বা না পড়ুক, চুল ঝরবেই। তেল, শ্যাম্পু বা ঘরোয়া টোটকাতেও এই চুল ঝরার পরিমাণে লাগাম টানা যাচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই চুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তবে সালোঁর পেশাদার, দক্ষ কর্মীরা বলেন চুল কাটলে চুল পড়ার পরিমাণে কোনও হেরফের হয় না। চুলের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ায় চুল কম পড়ছে বলে মনে হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মাসে একটি করে স্পা করানোর পরামর্শ দেন অনেকেই। তবে সকলের পক্ষে তো প্রতি মাসে সালোঁয় গিয়ে স্পা করানো সম্ভব হয় না। কারিপাতা ব্যবহার করেই চুলের বিভিন্ন সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কী ভাবে ফিরবে চুলের জেল্লা, রইল হদিস।

টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে
টক দই মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং খুশকি ও মৃত কোষ উতাত করতে সাহায্য করে। একমুঠো কারিপাতা ব্লেন্ডারে নিয়ে ভাল করে পেস্ট তৈরি করে নিন। বড় চামচের এক চামচ কারিপাতার পেস্ট আগের থেকে ফেটিয়ে রাখা টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, যাতে দু''টি উপাদানের ঘনত্ব একই রকম হয়। মাথার ত্বকে ভাল করে মেখে নিন এই মিশ্রণ। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

আমলকি ও মেথির সঙ্গে মিশিয়ে
কারিপাতায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি। এই ভিটামিন চুলের গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আমলকি ও মেথি চুলের ঘনত্ব বাড়াতে দারুণ কার্যকর। এই মিশ্রণটি বানাতে, আধ কাপ কারিপাতা আর আধ কাপ মেথি পাতা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর পর তাতে দিয়ে দিন একটি গোটা আমলকির রস। তিনটি উপাদান একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ঘুরিয়ে নিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। মাথার ত্বকে মিশ্রণটি মেখে নিয়ে আধ ঘণ্টা পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন মাথা।

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ সব সমস্যার সমাধান একটাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীরচর্চা করার সময় না পেলে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট সময় ধরে হাঁটলেই ওজন কমানো সম্ভব। অনেকে বলেন, দিনে দশ হাজার পা হাঁটাই আদতে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।

কিন্তু কী ভাবে হাঁটলে, দিনে কতটা হাঁটলে তা ওজন ঝরাতে সাহায্য করে, এটা না জানলে পণ্ডশ্রম! বাজার-দোকান, অফিস, কেনাকাটা ইত্যাদিতে হেঁটে গেলেই উপকার পাবেন, না কি ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটলে তবেই মিলবে সুফল? একটানা হাঁটাতেই লুকিয়ে সুফল। টুকটাক খুচরো হাঁটায় শরীরের কলকব্জা ভাল থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে ওজনের হেরফের হয় না। ফিটনেসবিদদের মতে, লক্ষ্য রাখতে হবে সেকেন্ডে দু'পা হাঁটা। অত হিসাব কষতে না পারলে অন্তত ১৫-২০ মিনিটে দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারলে ভাল। অনেক সময়ে নিয়মিত হাঁটাহাটি করেও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। হাঁটার সময়ে কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন, রইল হদিস। ১) অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভাল না। সময় ধরে হাঁটার চেষ্টা করুন। খুব বেশি ক্ষণ হাঁটলে পেশিতে চোট, পেশিতে টান এমনকি হাড়ের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

২) পোষ্যকে সঙ্গে করে বা দলবেঁধে গল্প করতে করতে না হাঁটাই ভাল। এতে হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। মোবাইল কানে নিয়ে হাঁটলে হাঁটার উপকারিতা আসে না, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে বেশি হাঁটা যায় না।
৩) মাথায় একগাদা চিন্তা নিয়ে হাঁটবেন না। হাঁটা একটা নেশা। অভ্যাসের মতো রুটিনে ঢুকিয়ে নিয়ে দেখুন, মন্দ লাগবে না। কিন্তু প্রথম প্রথম একঘেয়ে লাগলে মোবাইলের হেডফোন কানে লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে হাঁটুন। এতে এমন কিছু হরমোন ক্ষরিত হবে, যা দুশ্চিন্তা কমায়। তবে বড় রাস্তায় গেলে কানে হেডফোন গুঁজে হাঁটার সময়ে সচেতন থাকুন।
৪) হাঁটার সময়ে পরার জন্য জুতো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পায়ে আরাম দেয়, এমন জুতো পরে হাঁটুন। হাত বা পিঠে খুব বেশি ভার বইবেন না তখন। এতে ক্লান্ত হবেন তাড়াতাড়ি।
৫) হাঁটাহাঁটি করার সময়ে শরীর থেকে ঘাম ঝরে। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করলে বেশি করে জল খান। শরীরে জলের ঘাটতি হলেই বিপদ। ডিহাইড্রেশনের সময়ে হাঁটলে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পেশিতে টান ধরবে। ফলে হাঁটার প্রক্রিয়া ব্যহত হবে।

বাড়ির অন্দরসজ্জা

কিছু দিন হল নিজেদের ছোট্ট একটি আস্তানা হয়েছে। কিন্তু এখনও মনের মতো করে তা সাজিয়ে উঠতে পারেননি। অল্প সময়ে সবটা কী করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়া যায়, তা ভাবতে গিয়েই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। এ দিকে খবর পাওয়া মাত্রই বন্ধু, আত্মীয় সকলে দেখতে আসতে চাইছেন। এক ধাক্কায় অনেকটা খরচ করে বাড়ি কিনেছেন। তাই সাধ থাকলেও পেশাদার অন্দরসজ্জা শিল্পীদের এই কাজে নিয়োগ করতে পারেন না সকলে। তবে নিজে হাতে এত অল্প সময়ে সবটা গুছিয়ে উঠতে তো সময় লাগে। আবার নতুন বাড়ি সাজানোর জন্য অফিস থেকে ছুটিও নেওয়া যাবে না। তা হলে উপায়? অল্প সময়ে চটজলদি ঘর গুছিয়ে নেওয়ার টোটকা রইল এখানে।
১) শয়নকক্ষের সাজ- শোয়ার ঘরে খাট তো থাকবেই। তাই প্রথমেই পছন্দ অনুযায়ী একটি খাট রেখে দিন। বাকি জায়গায়টুকুতে কী রাখবেন বা রাখবেন না, তা পরে ভেবে দেখবেন। প্রয়োজনে একটি আলমারিও থাকতে পারে এই ঘরে।
২) টুকটাক সাজানোর জিনিস- ছোটখাটো শো পিস কিনতে কিন্তু খুব বেশি খরচ হয় না। বরং বাড়ির চেহারা বদলে যায়। যেমন ফ্ল্যাটের মূল দরজায় সুন্দর "নেমপ্লেট", "কলিং বেল"। দরজা খুলে ঢোকার মুখে সুন্দর কোনও মূর্তি রাখা যেতেই পারে।
৩) পুরনো জিনিস বাদ- নতুন বাড়িতে আসামাত্রই পুরনো ব্যবহার করা জিনিসগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই খুব খরচ করতে না চাইলে পাপস, টেবিল ম্যাট, ল্যাম্পশেড দিয়েই না হয় শুরু করুন।
৪) প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস- শোয়ার ঘরের পাশাপাশি বসার ঘরের কিছু জিনিস কিনতে পারেন। যেমন কফি বা চায়ের কাপ রাখার ছোট্ট টেবিল, চেয়ার, বারান্দায় বসার স্টুল বা বেতের মোড়া, রান্নাঘরে প্রথম থেকেই তেল-কালি যাতে না পড়ে, তার জন্য চিমনি।
৫) কার্পেট- যে কোনও ঘরের ভোল পাল্টে দিতে পারে রঙিন, সুন্দর কার্পেট। তাই নতুন বাড়ির প্রতিটি কোণ যদি বা রঙিন করে তুলতে না পারেন, বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন রঙের কার্পেট কিন্তু ঘরের নকশা বদলে দিতে পারে।

প্রসাধনীর যত্ন নেন কি?

দোকানে গিয়ে লিপস্টিকের রং দেখে কিনতে গেলে হাতে বেশ খানিকটা সময় থাকা চাই। তার চেয়ে বরং কাজ থেকে ফিরে রাতে অনলাইন ছাড়ে বেছে রাখা পছন্দের লিপস্টিকগুলি অর্ডার করে ফেলা অনেক সহজ। এখন তো একটি-দু'টি নয়, এমন বহু ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে দু'-তিন দিন অন্তরই বিভিন্ন রকম ছাড় দেওয়া হয়। সেই লোভে পড়ে একগুচ্ছ লিপস্টিক তো কিনে ফেলেছেন।
কিন্তু এত লিপস্টিক তো একসঙ্গে মেখে শেষ হবে না। পড়ে থেকে থেকে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধনীটি ঠেঁটে মাখলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতেই পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠেঁটের যত্নে শুধু দামি লিপস্টিক কিনলেই হবে না। তার স্বাস্থ্যেরও খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে লিপস্টিকের পরিচ্ছন্নতা ঠিক মতো বজায় রাখা যাচ্ছে কি না।
১) কী ভাবে সংরক্ষণ করছেন
লিপস্টিকে সরাসরি রোদ লাগলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ভাল রাখতে গেলে তুলনামূলক ভাবে ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে। এই কারণেই অনেকে ফ্রিজের মধ্যে লিপস্টিক রাখেন।
২) মেয়াদ পেরিয়ে যায়নি তো
অন্যান্য যে কোনও জিনিস কেনার আগে যেমন মেয়াদ দেখে নেন, লিপস্টিকের ক্ষেত্রেও যেন এর অন্যথা না হয়। যত দামি লিপস্টিক হোক না কেন, কেনার সময়ে তৈরির মাস এবং বছর দেখে নেবেন।
৩) ফাটা ঠেঁট আগে সারিয়ে নিন
ফাটা ঠেঁটে লিপস্টিক মাখলে সেখান থেকেও ঠেঁটে সংক্রমণ হতে পারে। তাই আগে লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি দিয়ে ফাটা ঠেঁট সারিয়ে তার পর লিপস্টিক ব্যবহার করুন।
৪) সর্বজনীন না হওয়াই ভাল
মা, দিদি, বোনের সঙ্গে নিজের ব্যবহার করা লিপস্টিক ভাগ করে না নেওয়াই ভাল। এক জনের ঠেঁটে ব্যবহার করা জিনিস, অন্য জনের ঠেঁটে ব্যবহার করলে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে তাই এই সমস্ত জিনিস ব্যক্তিগত রাখাই ভাল।
৫) অ্যাপ্লিকেটর ব্যবহার করতে পারলে ভাল
এক লিপস্টিক যদি অনেকে ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে এক বার ব্যবহারযোগ্য "অ্যাপ্লিকেটর" রাখুন। কিন্তু ঠেঁটে লাগানোর পর তা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

কম বাজেটে কী ভাবে আনন্দে ছুটি কাটাবেন?

ছুটির দিন মানেই ঘরে মন টিকতে চায় না। সারা সপ্তাহের কর্মব্যস্ততার মাঝে সপ্তাহান্তের এই বিরতিতে বাইরে ঘুরতে গিয়েই অনেকে আনন্দ পান। তবে বাইরে গেলেই তো অনেক খরচ। সিনেমা দেখাই হোক কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, পছন্দের জিনিস কিনতে শপিং মলে যাওয়াই হোক কিংবা কোনও মেলায় যাওয়া মাসের শেষে কোথাও ঘুরতে যেতে হলেই দশ বার ভাবতে হয় মধ্যবিত্তকে।
পয়সা খরচ না করেই কিন্তু ছুটির দিনে মন ভাল করা যেতে পারে। কী ভাবে করবেন, রইল হদিস।
প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ: সঙ্গীকে বাইকে কিংবা গাড়িতে বসিয়ে বেরিয়ে পড়ুন অজানার পথে। ভোরবেলাই হোক কিংবা সন্ধের দিকে কাছেপিঠে ঘুরে আসুন। সব সময়ে নামী-দামি রেস্তরাঁতে না হয় না-ই খেলেন। ঘুরতে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় খাবারও তো চেখে দেখতে পারেন। ঘোরাও হবে আর খাওয়াদাওয়াও হবে। তবে সবটাই খুব বেশি খরচ না করে।
মন ভাল করতে শরীরচর্চা: সারা সপ্তাহে কাজের মাঝে অনেকেরই শরীরচর্চা করার সময় হয়ে ওঠে না। ছুটির দিনে মন ভাল রাখতে কিছুটা সময় জিমে কাটাতেই পারেন। তা ছাড়া, বাড়িতেই যোগাসন করে মনকে শান্ত করতে পারেন। বলিউডের গান পছন্দ করেন, তা হলে বাড়িতে উচ্চ লয়ের গান চালিয়ে নাচানাচি করলেও মন ভাল থাকবে। প্রয়োজনে বন্ধুবান্ধবদেরও বাড়িতে ডেকে নিতে পারেন। একসঙ্গে শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ছুটির দিন মন্দ কাটবে না।
নতুন কিছু শেখা: আমাদের নতুন জিনিস শিখতে, সেই বিষয় জানতে মন্দ লাগে না। সারা সপ্তাহের ব্যস্ততার মাঝে নতুন কিছু শেখার সময় কই? ছুটির দিনে নতুন কিছু শেখার জন্য সময় বার করে নিতেই পারেন। কারও জুম্বা শেখার শখ, কারও রান্না শেখার শখ, কারও সাঁতার শেখার শখ, কেউ আবার টেনিস শিখতে চান ছুটির দিনেই পছন্দের ক্লাসে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন। অবসর সময়টা ভালই কাটবে।
বাড়িতেই উদ্যাপন: ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতেই ডেকে নিতে পারেন। ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে আড্ডার আমেজ তৈরি করে নিন। ইচ্ছে করলে বাড়িতেই সকলে মিলে সিনেমা কিংবা পছন্দের কোনও ওয়েব সিরিজ উপভোগ করতে পারেন। বন্ধুরা সকলে মিলে অল্প অল্প করে খাবার বানিয়ে আনলে ছুটির দিনে বাড়িতেই পিকনিক হবে।
অন্দরসজ্জা: মাসের শেষে ছুটির দিনে বাইরে না হয় না-ই গেলেন। বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে তুললেও কিন্তু মন ভাল হয়ে যায়। অন্য দিন খুব একটা সময় হয় না, তাই ছুটির দিনটা ঘরের ভোলবদল করার জন্য বেছে নিতেই পারেন। ঘর পরিষ্কার করে, পর্দা, বিছানার চাদর, কুশনের কভার বদলে দিন। বাজার থেকে কিছু টাটকা ফুল কিনে আনুন, টুনি বাল্ব, সুগন্ধি মোমবাতি বাড়িতে থাকলেই ভোল বদলে ফেলতে পারেন অন্দরের।

বুধবার আগরতলা পূর্ব থানায় ডুপেটেশন প্রদান করে অল ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ফোরার্মের প্রতিনিধিরা।

ধ্বনি ভোটে পাস উকাপাস্ব পরিষদের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট

হাফলং (অসম) ৮ এপ্রিল (হি স) উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে পাস হয়ে যায় মঙ্গলবার। ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে বিরোধী কোনও সদস্য না থাকায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট সর্বসন্মতি ক্রমে পাস হয়ে যায়। সোমবার উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অর্থ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য দনপাইনন থাওসেন ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট দাখিল করেছিলেন পরিষদের সদনে। এবং সোমবার পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই বাজেট কোনও বিতর্ক ছাড়াই সর্বসন্মতি ক্রমে পাস হয়ে যায়। উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বাজেট নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লসা সাংবাদিকদের বলেন সোমবার উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনে থাকা অর্থ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী সদস্য দনপাইনন থাওসেন ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট দাখিল করেছিলেন পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে। এবং সোমবার সদনে সর্বসন্মতি ক্রমে বাজেট পাস করা হয়। তিনি বলেন গত বছরের বাজেট থেকে এবারের বাজেট ৫ শতাংশ অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাজেটে উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নর্মাল সেক্টরের কর্মচারীদের ডিএ ৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। দেবোলাল গার্লসা বলেন বিগতন বছরে উত্তর কাছার পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছিল ১৪০ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ১৪০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে আর এই রাজস্ব সংগ্রহের অর্থ ব্যয় করা হবে ডিমা হাছাও জিলাত জমির ডিজিটেলাইজেন জরিপের কাজে বলে তিনি জানিয়ে বলেন জেলার পর্যটন শিল্প থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করা হবে।

দেবোলাল বলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বায়ত্ব শাসিত পরিষদের অধীনে থাকা মার্কেট এবং গ্রমোন্নয়ন বিভাগ বিগত দশ পনেরো বছর থেকে অকার্যকরী হয়ে পড়েছিল এবার এই দুটি বিভাগ কার্যকরী করে তুলা হবে যার দরুন গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন ডিমা হাছাও জেলায় বিভিন্ন এলাকা রাস্তা নির্মানের কাজ চলছে এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক কিছু সড়ক নির্মানে টেন্ডার আহ্বান করেছে।

দেবোলাল গার্লসা বলেন একটা সময় ডিমা হাছাও জেলার পরিবেশ অশান্ত ছিল যার দরুন উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ পরেছিল। এখন পাহাড়ে শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে যার দরুন পাহাড়ি জেলাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ চলছে। আগামী পাঁচ দশ বছর যদি এধরনের উন্নয়নের কাজ চলতে থাকে তাহলে ডিমা হাছাও জেলা এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্র স্থল হিসাবে গড়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেন দেবোলাল গার্লসা।

বাবা—মায়ের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ, থানার দ্বারস্থ মেয়ে—জামাই

ক্যানিং, ৮ এপ্রিল (হি.স.): বাপের বাড়ির অমতে বিয়ে করায় মেয়ে ও জামাইকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বাবা---মায়ের বিরুদ্ধে।

ক্যানিংয়ের তালদি রাজাপুর গ্রামের ঘটনা। অভিযোগ বলাই নস্কর ও পুতুল নস্কর বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে মেয়ে ---জামাইকে বাড়িতে ডেকেছিলেন। জামাই আনন্দ সর্দার স্ত্রী সুস্মিতাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এলে মঙ্গলবার সকালে দুজনকেই বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বলাই ও পুতুলের বিরুদ্ধে। অপমানে ও অত্যাচারে এদিন দুপুরে ক্যানিং থানায় মা ও বাবার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান সুস্মিতা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাস তিনেক আগে প্রেম করে বিয়ে হয় সুস্মিতা ও আনন্দের। কিন্তু তাঁদের বিয়ে মেনে নেয়নি সুস্মিতার বাবা মা।

মূলত আনন্দ দিনমজুরের কাজ করে বলেই তাঁকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে চায়নি তাঁরা। বিয়ের পর থেকে মেয়ে জামাইয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপই ছিল তাঁদের। কিন্তু সম্প্রতি বাসন্তী পুজো উপলক্ষ্যে মেয়ে জামাইকে বাড়িতে ডেকে পাঠায় বলাই ও পুতুল। অভিযোগ, তাঁরা বাড়িতে এলে নানা ভাবে অপমান করা হয় দুজনকেই। মঙ্গলবার সকালে সেই কটূক্তির প্রতিবাদ করলে বলাই ও পুতুল লাঠি নিয়ে চড়াও হয় আনন্দের উপর। স্বামীকে মার খেতে দেখে সুস্মিতা ছাড়াতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সুস্মিতা বলেন, " বছর খানেক আগে আনন্দের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ও দিনমজুরের কাজ করলেও কর্মঠ, সৎ। তাই ওঁর সাথে সংসার করবো বলে বিয়ে করি। বাবা মা এই বিয়ে মেনে নেয়নি। আনন্দ গরিব বলেই ওঁদের মানতে অসুবিধা। তাই আমাদের ছল করে বাড়িতে ডেকে এনে মারধর করল।'' আনন্দ বলেন, " শ্বশুরবাড়িতে আসার পর থেকেই নানা ভাবে আমাকে অপমান করা হচ্ছিল। তবুও সুস্মিতার কথা ভেবে মুখ বুজে ছিলাম। ও অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু লাগাতার অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করলে আমাকে মারধর করে। সুস্মিতা বাঁচাতে এলে ওকেও মারে।'' যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলাই। তিনি বলেন, " অভিযোগ মিথ্যা। আমাদেরকে বদনাম করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।'' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার শ্রীভূমিতে জোনাল ম্যাজিস্ট্রেট, জোনাল ও সেক্টর অফিসারদের প্রশিক্ষণ

শ্রীভূমি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলায় জোনাল ম্যাজিস্ট্রেট, জোনাল ও সেক্টর অফিসারদের এক প্রশিক্ষণ ১০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় শ্রীভূমি শহরের জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা আয়ুক্ত এক আদেশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ওই প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ন্ডীগড়ে বেসরকারি হাসপাতালে আগুন, ১০ মিনিটেই এল নিয়ন্ত্রণে

চন্ডীগড়, ৮ এপ্রিল (হি.স.): চন্ডীগড়ে আগুন লাগল একটি বেসরকারি হাসপাতালে। মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২২ মার্কেটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন, ১০ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি করেছে দমকল। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আইএসবিটি ১৭ নম্বরের চৌকি ইনচার্জ সাব ইন্সপেক্টর জসকরণ বলেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লেগেছে।'

দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস, সতর্ক করলো আইএমডি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে আগামী দু"দিন তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দিল্লি ও উত্তর ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি সম্পর্কে আইএমডি বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার বলেছেন, 'আগামী দুই দিনের জন্য দিল্লি-এনসিআর-এ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ১১ এপ্রিল হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজস্থানে তাপপ্রবাহের জন্য আমরা লাল সতর্কতা জারি করেছি। দিন ও রাতের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি থাকবে। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আগামী ৪-৫ দিন হিমালয়ে হালকা বৃষ্টিপাত হবে।'

দুবাইয়ের যুবরাজ ভারত সফরে, সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম দু"দিনের সফরে মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপি। দুবাইয়ের যুবরাজের এটিই প্রথম সরকারি ভারত সফর। তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছেন মন্ত্রী, সরকারের শীর্ষ আধিকারিক ও উচ্চস্তরীয় এক বাণিজ্য প্রতিনিধি দল।

দুবাইয়ের যুবরাজ শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম ভারতে পৌঁছানোর পর দিল্লি

সরকার আইনি পথে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে, আশ্বাস ব্রাত্যর

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। এই রায়ের পরে রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার এ ব্যাপারে তাঁর বার্তাকেই আরও স্পষ্ট করে তুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্য সরকার আইনি পথে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে এবং চাকরি হারানোদের পাশে থাকবে।

রায়ের পরপরই চাকরি হারানোদের একাংশের ক্ষোভ ও বিরক্তির প্রসঙ্গ তুলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন। তিনি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। কেউ কী বলছেন, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি। কিন্তু এই সহমর্মিতার জবাবে প্রতিক্রিয়া থাকা উচিত।"

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ভূমিকা আইনি প্রক্রিয়াতেই খতিয়ে দেখা হবে। চলতি বিতর্কের প্রভাব মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশে পড়বে কিনাএই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দেন, "ফল প্রকাশে কোনও দেরি হবে না। পর্ষদের সঙ্গে কথা হয়েছে, খুব শিগগিরই ফল প্রকাশের দিন ঘোষণা করা হবে।"

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে চাকরি হারানোদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাঁদের আশ্বাস দেন, এবং জানানযোগ্যদের চাকরি রক্ষা করতেই তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ব্যাখ্যা চাইবেন।

শ্রীভূমিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছুক প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্রের সাথে কর মুক্তির স্বঘোষণা জমা দিতে পারবেন

শ্রীভূমি (অসম) ৮ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমির জেলা আয়ুক্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে জেলার আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের অবগতির জন্য জানিয়েছেন যে তারা মনোনয়ন পত্রের সাথে তাদের কর সংক্রান্ত দায়মুক্ত থাকার স্বঘোষণা জমা দিতে পারবেন। এতে জানানো হয়েছে যে আসাম পঞ্চায়েত আইন ১৯৯৪ এবং আসাম পঞ্চায়েত (সংবিধান) ধারা ১৯৯৫ এর অধীনে অথবা কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটির ঋণের কোন হারের কর অথবা ফিজের বাকিদার ওই প্রার্থী নহেন বলে কর মুক্তির স্বঘোষণা মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দিতে পারবেন।

তৃণমূলের এমপি-দের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের উদ্ধৃতি দিয়ে তোপ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূলের দলীয় সাংসদদের হোয়্যাটসঅ্যাপ গ্রুপে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় অর্থাৎ কথোপকথনের স্ক্রিনশট শেয়ার করে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

মঙ্গলবার সকালে নিজের সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন বিজেপি নেতা। একটি হোয়্যাটসঅ্যাপ গ্রুপের কথোপকথনের স্ক্রিনশট শেয়ার করে লেখেন, 'একটি হোয়্যাটসঅ্যাপ চ্যাটের অংশ গতকাল থেকে সামাজিক মাধ্যমে ঘোরাফেরা করছে। এটি সম্পর্কে একমাত্র বলতে পারে তৃণমূল সাংসদরা'। সম্প্রতি এক তৃণমূল সাংসদ ক্ষিপ্ত হয়ে নির্বাচন কমিশনের অফিসেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি প্রশ্নের মুখে ফেলেন। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়, এক পর্যায়ে এমন চিৎকার-চেঁচামেচি হয় যে এক সাংসদ উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেন। বিষয়টি দ্রুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছয় এবং তিনি দুজনকেই শান্ত থাকার নির্দেশ দেন'। এ কথা জানিয়ে তরুণজ্যোতির দাবি, বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে তৃণমূল সাংসদদের হোয়্যাটসঅ্যাপ গ্রুপ অবধি এই জল গড়ায়। এটার প্রভাব পড়ে 'ঙ্জ্ঙ্ঙ্ খ্ঙ্ঙ্ ২০২৪' গ্রুপে। সেখানে দু'পক্ষ পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ চালাতে থাকেন'। ওই গ্রুপেই দেখা যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বার্তার জবাব দিয়েছেন কীর্তি আজাদ (এই নামেই হোয়্যাটসঅ্যাপ নম্বর সেভ করা ছিল)। তিনি লেখেন, কল্যাণ যেন 'শিশু অপরাধীসুলভ' কাজকর্ম না করেন। দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁকে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলার গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতো আচরণ করার পরামর্শ দেন কীর্তি আজাদ। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন, কল্যাণবাবুর সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতা নেই।

তরুণজ্যোতির শেয়ার করা স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কীর্তির বার্তার জবাব দেন কল্যাণবাবু। কীর্তিকে পরামর্শ না দেওয়ার কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে দাবি করেন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি করার জন্য তাঁকে বিজেপি বের করে দিয়েছিল। 'গতকাল তুমি পার্টি বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলে' বলেও তোপ দাগেন কল্যাণবাবু। সেই সঙ্গেই দুর্গাপুরে গিয়ে সাংসদের মুখোশ খুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোটের বছরখানেক বাকি। তার আগে নানান ঘটনায় বাড়ছে রাজ্যের শাসকদলের অস্বস্তি। গতকালই শোনা যায়, তৃণমূলের সংসদীয় দলের অন্দরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। দলের এক প্রবীণ সাংসদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন এক মহিলা সাংসদ।

সমাজমাধ্যমে সুবোধকে প্রবল ধিক্কার, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় কলম ধরলেন কবি

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের 'দালাল' হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যবাসীর একটা বড় অংশের কাছে বিপুলভাবে নিন্দিত কবি সুবোধ সরকার। সময়বিশেষে তাঁকে ব্যবহার করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সমাবেশে সুবোধবাবুর উপস্থিতি ও ভাষ্যে আলোড়ণ তৈরি হয়। নেটনাগরিকদের একটা বড় অংশে দিনভর তা আছড়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার তিনি ওই মাধ্যমের দেওয়ালেই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় নেমে পড়লেন।

সুবোধ সরকার লিখেছেন, ''আমি আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে , হাহাকার ও চোখের জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি,আপনি আমাদের দিশা দেখান। আপনার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি।

কিন্তু কাল থেকে আপনারা ফেসবুকে অমুদ্রণযোগ্য ভাষায় যা মুখে আসছে তাই বলে চলেছেন আমার বিরুদ্ধে। এর মানে কী?

আমি নেতাজি ইনডোরের মঞ্চে উঠে যোগ্যদের যাতে চাকরি না যায় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি। স্পষ্ট গদ্য ভাষায়, কোনও কবিতায় নয়। এটা আমার অপরাধ? বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তাহলে অপরাধ?''

প্রসঙ্গত, ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে। আমজনতার একটা বড় অংশ ফুঁসছে এই দুর্নীতির প্রতিবাদে। এ ব্যাপারে ভেঙে পড়া, চাকরিহারাদের সহমর্মিতা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধীজীবীকে নিয়ে সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বক্তৃতা দেন। সেখানে কবি সুবোধ সরকারের উপস্থিতি ও তাঁর বক্তৃতায় ভিমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার মত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বিহারের বৈশালিতে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে নববধূ-সহ মৃত ৪, আহত ৩ জন

বৈশালি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আনন্দ পরিণত হল বিষাদে, বিহারের বৈশালি জেলায় ট্রাক ও গাড়ির দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন নববধূ-সহ ৪ জন।ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় বর-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে বৈশালি জেলার জানদাহ-সমস্তিপুর জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় একই পরিবারের চার মহিলার মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে নববধূও রয়েছেন। ভোর ৪টে নাগাদ মহিষৌর থানা এলাকার পানসালা চকের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর, কনের শ্যালক এবং চালক সহ আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

বিয়ের বিদায়ের পর ভয়াবহ দুর্ঘটনা পুলিশের মতে, বিদুপুর থানার অন্তর্গত পানাপুর কুশিয়ারি গ্রামের বাসিন্দা দীননাথ কুমারের বিয়ের পর বিদায় অনুষ্ঠান শেষে পরিবারটি বাড়ি ফিরছিল। সোমবার নবগাছিয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং বরযাত্রীরা গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পানসালা চকের কাছে নিয়ন্ত্রণের হারিয়ে ট্রাকটি ধাক্কা মারে গাড়িতে। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চারজন আরোহীর মৃত্যু হয়।

নিহতদের শনাক্ত করা হয়েছে ক্রান্তি কুমারের স্ত্রী ববিতা দেবী, ববিতা ও ক্রান্তি কুমারের মেয়ে সোনাক্ষী কুমারী (৮), গণেশ রাইয়ের স্ত্রী মোনা দেবী এবং কনে (নাম এখনও নিশ্চিত করা হয়নি)

আহতদের মধ্যে রয়েছেন: বর দীননাথ কুমার, বরের আত্মীয় ক্রান্তি কুমার, চালক নিখিল কুমার

হনুমানজয়ন্তীতে রেড রোডে মিছিল করতে চেয়ে বিজেপি দ্বারস্থ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমীর পর এ বার হনুমান জয়ন্তীতে মিছিল করতে চায় বিজেপি। কলকাতার রেড রোডে সেই মিছিলের আয়োজন করতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল তারা।

আগামী ১২ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী। সেই দিন বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রেড রোডে মিছিল করার কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। অভিযোগ, মিছিলের অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। তার পরই কর্মসূচির অনুমতির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। মামলা করার অনুমতি দিয়েছে হাই কোর্ট। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি রয়েছে।

"নকল সততার নাটক শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে", মমতাকে তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): "তোমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়া শুরু করো... তোমাদের নকল সততার নাটক শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে।" মঙ্গলবার এক্সবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তবাবু লিখেছেন, "গতকাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর নাটকীয় সভায় কারা ঠিক আলোকিত ছিলেন তা একবার দেখে নিন মিডিয়ার ক্যামেরায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে যোগ্য এবং অযোগ্যদের ভিড়ের মধ্যে তৃণমূলের দলীয় কর্মীদের খুব চালাকির সাথে ঢোকানো হয়েছিল। প্রকৃত বেকার শিক্ষক (যোগ্য), যাদের প্রতিবাদ করার কথা ছিল, তাদের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করা হয়েছিল। প্রবেশপত্র বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের গুণ্ডাদের হাতে। পরিবর্তে, মাননীয় ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের সুবিধাবাদী নেতা এবং কর্মীদের দিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ভরে দিয়েছেন। আর বাকিটা ইতিহাস। বাংলার বঞ্চিত মানুষ তোমাদের সব নাটক দেখছে, কিন্তু হাতে আর মাত্র ১ বছর বাকি আছে।"

মমতার আশ্বাসের পরেও স্কুল বয়কট 'যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চে'র

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): নেতাজি ইন্ডোরের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার 'যোগ্য' শিক্ষকদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, তিনি বেঁচে থাকতে কারও চাকরি যাবে না। কিন্তু তাতেও চাকরিহারাদের মনে শঙ্কার মেঘ। ফলত এখনই স্কুলে যাবেন না বলেই জানালেন চাকরিহারারা। 'যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চে'র (২০১৬) চিন্ময় মণ্ডল মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে জানান, সোমবার রাতে শহিদ মিনার চত্বরে খোলা আকাশের নিচেই ছিলেন তাঁরা। সেখানে বিস্তর আলোচনা হয়। তাতেই সমবেতভাবে স্কুলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপাতত 'যোগ্য' চাকরিহারা কোনও শিক্ষকই স্কুলে যাবেন না।

সোমবার চাকরিহারাদের একাংশ জানিয়েছিলেন, মঙ্গলে অবস্থানে বসবেন তাঁরা। তবে চিন্ময়বাবু এদিন জানালেন, এই মুহূর্তে অবস্থান করবেন না তাঁরা। মঙ্গলবার সকলেই বাড়ি ফিরেছেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ঠিক হবে পরবর্তী কর্মসূচি।

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে কংগ্রেস কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা, ছয়টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন

ঘোষণা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

আগরতলা, ৮ এপ্রিল:ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রে সূচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। দিল্লি সফর শেষে আজ সকালে রাজ্যে ফিরে আগরতলা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন ত্রিপুরা রাজ্যের অনগ্রসর জনজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

মন্ত্রী জানান, দিল্লিতেৃ্চঙ্গ মন্ত্রকের সচিব শ্রী বিভু নায়ারের সঙ্গে বৈঠকের পর ত্রিপুরার জন্য ছয়টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের (ক্সঞ্চছ) অনুমোদন নিশ্চিত হয়েছে। তাঁর কথায়, "ত্রিপুরার জন্য এক নতুন সকাল শুরু হতে চলেছে। এই বিদ্যালয়গুলি শুধু শিক্ষার আলো ছড়াবে না, বরং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ, আত্মবিশ্বাস এবং সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তুলবে।"

মন্ত্রী দেববর্মা আরও বলেন, "শিক্ষা শুধুমাত্র একটি পাঠ্যক্রম নয়, এটি একটি জাতির মেরুদণ্ড। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা সেই মেরুদণ্ডকে আরও শক্তিশালী করতে চাই।"

ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জনজাতি অধ্যুষিত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য এই বিদ্যালয়গুলি আশার আলো হয়ে উঠবে বলে মনে করছে শিক্ষামহল। বিদ্যালয়গুলি আধুনিক পরিকাঠামো, আবাসিক সুবিধা এবং সার্বিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ নিয়ে গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে এই বিদ্যালয়গুলির দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি তিনি অভিভাবক, শিক্ষক ও সাধারণ নাগরিকদের এই শিক্ষাযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার মতে, "ত্রিপুরা এখন শুধু স্বপ্ন দেখছে না, বরং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।"

শিক্ষামহলের মতে, এই ঘোষণা শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি প্রজন্মের স্বপ্নপূরণের দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

পুলিশ কর্মী সহ তাঁর স্ত্রীর দ্বারা আক্রান্ত গৃহবধূ ও শিশু সন্তান, অভিযোগ

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে পুলিশ কর্মী এবং তাঁর স্ত্রী দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন পাশ্ববর্তী এলাকার গৃহবধূ ও শিশু সন্তান। এমনটাই অভিযোগ তুলে বিশালগড় ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েত টিলা এলাকার সানীয়রা অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে বিশালগড় ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েত টিলা এলাকায় পুলিশ কর্মী সাবীর আহমেদ ওরফে লিটন মজুমদার ও তার স্ত্রীর দ্বারা মারধরে শিকার হয়েছে পার্শবর্তী গৃহবধূ রোজিনা আক্তার ও তার ছেলে সন্তান, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধূ ও তার শিশু সন্তানকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আহত গৃহবধূ রোজিনা আক্তার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তাঁর শিশু সন্তানের চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে গিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

এদিকে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী ও তার স্ত্রীর কঠোর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হলো এলাকার মানুষ। এখন কি সেই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে বিশালগড় থানার পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা সে দিকে তাকিয়ে আছেন এলাকাবাসী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গীতাদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

কাকলি দাস, কলকাতা, ৮ এপ্রিল: গীতাদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উপহার দিল শিশু মন্দির ও কলা মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরা। অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যাভারতীর অন্তর্গত বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ) দ্বারা পরিচালিত কলকাতা সংকুলের দমদম শিশু মন্দিরের ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উত্তর কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চে। সেখানেই শিশু মন্দিরের ভাই-বোনেদের পাশাপাশি কলা মন্দিরের সঙ্গীত, বাঁশি, আবৃত্তি ও নৃত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের পরিবেশনা দিয়ে সকলকে মোহিত করেন।

গত ৩ এপ্রিল গীতাদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর গোহালডাঙ্গা আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বামী হররূপানন্দ জী মহারাজ, সভাপতি রূপে ছিলেন গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোপাল চন্দ্র মিশ্র, উপদেষ্টা সুশীল রায়, বিশিষ্ট শিল্পপতি সোমনাথ হালদার, ওড়িশা প্রান্তে বিদ্যাভারতীর অন্তর্গত ওড়িশা শিক্ষা বিকাশ সমিতির সংগঠন সম্পাদক তারক দাস সরকার, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণবঙ্গের শিশু বাটিকা সংযোজক বিকাশ ভূঁইয়া প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ঠাকুর, মা, স্বামীজি, মা সরস্বতী ও অন্যান্য প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও মাতৃ বন্দনার মাধ্যমে। শিশুর প্রতিবেদন ও শিশু মন্দিরের সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বংশীশিল্পী অশোক কুমার কর্মকারের বক্তব্যে উঠে আসে শিশু মন্দিরের কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ-উদ্দেশ্য।

এদিনের অনুষ্ঠানে স্বামী হররূপানন্দ বলেন, "শিশুমন্দির টি ছোট্ট হলেও স্বামী বিবেকানন্দের মহান আদর্শ 'শিক্ষা', 'সংস্কার' ও 'সেবা'র মহান ব্রত নিয়ে দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে মানুষ গড়ার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে।'' তিনি মায়েদের কাছে তাঁদের সন্তানদের শিশু মন্দিরে দেওয়ার আবেদন জানান।

অধ্যাপক ড. গোপাল চন্দ্র মিশ্র তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কার এর ক্ষেত্রে মায়েদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

শিশু মন্দিরের ট্রাস্টি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক সারদা প্রসাদ পাল শিশু মন্দিরের জন্মলগ্ন থেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত দুই অভিভাবিকা অনন্যা কুন্ডু ও শম্পা দাসকে জীজামাতা পুরষ্কার দিয়ে সম্মান জানান। পাশাপাশি ২৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সেবার জন্য প্রাক্তন প্রধান আচার্য্যা তথা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সংগঠন সম্পাদিকা নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য আচার্য্যা প্রমুখ শিখা সরকারকে বিশেষ স্বীকৃতি সম্মান জানান । যে সব শিশুরা ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের পুরস্কৃত করেন স্বামীজী মহারাজ। সেই সঙ্গে ২০জন প্রাক্তন ভাই-বোন যারা এখনও শিশু মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন তাদের স্মারক প্রদান করেন প্রাক্তন আচার্য্য ও সমাজসেবক তরুণ বেরা। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান শেষ হয় সমবেত রাষ্ট্র গান বন্দেমাতরমের মাধ্যমে।

এদিনের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা হয় কলা মন্দিরের নৃত্য বিভাগের শিশু শিল্পীদের গণেশ বন্দনার মাধ্যমে। এরপর একে একে কলা মন্দিরের সঙ্গীত, বাঁশি, আবৃত্তি ও নৃত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনা দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। সকলের মনে বিশেষ স্থান করে নেয় শিশু মন্দিরের ছোট্ট তারারা। এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় শিশু মন্দিরের ভাই-বোনদের পরিবেশনায় একাঙ্ক নাটিকা " নব জাগরণের দিশারী" (মা সারদার সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ) পরিবেশনার মাধ্যমে। শিশুদের অভিনয় দর্শকদের ভাবুক করে তোলে।

শিশু মন্দিরের আচার্য্যাদের বিশেষ পাওনা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা দেশের বর্তমান সম্পদ যুব সমাজের সঙ্গে ভবিষ্যতের তারাদের নিয়ে একই মঞ্চে থাকতে পারা। এদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে শিশু মন্দিরের আচার্য্যারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক অশোক কুমার কর্মকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি যোগ্য সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মৌসুমি কর্মকার।

রাস্তায় নামানো হচ্ছে গ্যাস, সব জেনে শুনেও চুপ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ এপ্রিল: কল্যাণপুরের ইন্ডেন গ্রামীণ গ্যাস বিতরণ কেন্দ্র নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। রাস্তায় লোডিং আনলোডিং হচ্ছে গ্যাস। তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খবরে প্রকাশ পারিবারিক সম্পত্তিজনিত বিবাদের কারণে কল্যাণপুরের এই গ্রামীন গ্যাস বিতরণ কেন্দ্র রীতিমতো সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সামনে প্রশ্ন তৈরি করে চলেছে নিরন্তরভাবে, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্বিকার প্রশাসন।

সংশ্লিষ্ট গ্যাস এজেন্সির সামনের জায়গার মালিকানা নিয়ে বিবাদ রয়েছে। একাধিকবার মহকুমা প্রশাসনের গোচরে বিষয়টা গেছে।প্রশাসনিক আধিকারিকরা একাধিকবার এসেছেন। বিভিন্ন কারণে জরিমানা করেছেন। কিন্তু এই সমস্ত কারণের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে যে জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার লোডিং এবং আনলোডিং করা হয়, সেই জায়গাটা শুধুমাত্র মারাত্মক বললে ভুল হবে, ভয়ানক। একেবারে জনবসতি, পাশেই টিএসআরের ব্যারাক যেখানে রান্নাবান্নার কাজ হয়, একটু দূরে চায়ের স্টল, পাশেই রয়েছে বাড়ি ঘর সহ পঞ্চায়েত ভবন এবং এগ্রিকালচার কার্য্যালয়, এছাড়া বাজারের অবস্থান তো রয়েছেই। অর্থাৎ গ্যাস থেকে যেকোনো সময় ভয়ানক ঘটনা ঘটে যাওয়ার মত পরিস্থিতিতেই বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডার লোডিং এবং আনলোডিং করানো হচ্ছে। তবে আশ্চর্য্যের হলেও সত্যি এই বিষয়টা নিয়ে প্রশাসন কোন ভূমিকা পালন করছে না। শুধুমাত্র এজেন্সির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এইভাবে প্রশাসন দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে উদাসীন থাকবে, এটা কিন্তু মানা যায় না! জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদে থাকলে প্রশাসন বিবাদের মীমাংসা করুন, যার দোষ রয়েছে বা ত্রুটি রয়েছে সেগুলোকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, কিন্তু তাই বলে এজেন্সিকে আলাদা সুযোগ করিয়ে দিতে গিয়ে জনবহুল জায়গায় গ্যাস নামানোর মত ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ঝুঁকির মত পরিস্থিতি তৈরি করার মধ্য দিয়ে প্রশাসন কি বার্তা দিতে চাইছে ,এটা কিন্তু সত্যি কারের অর্থে ঘোলাটে।

সাংবাদিকের বাড়িতে আগুন

● আটের পাতার পর

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার। অপরাধীদের গ্রেফতার করা এবং পরিবারটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জানাচ্ছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এদিকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উপলক্ষে বড়জলা

● আটের পাতার পর

সম্মেলন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার চালানো হচ্ছে। জনগণের কাছে দলের ইতিহাস, আদর্শ ও সাফল্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক বৈঠক ও প্রচারমূলক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

এই কর্মসূচিরই অংশ হিসেবে বড়জলা ৪ নম্বর মন্ডলের তরফে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বৈঠকে কর্মীদের মধ্যে দলীয় আদর্শ বিস্তারের পাশাপাশি আসন্ন কর্মসূচিগুলোর রূপরেখাও তুলে ধরা হয়।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর

● আটের পাতার পর

উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে পথের মাঝেই ঘটে দুর্ঘটনা। টমটমটি ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায় রাস্তার পাশে। প্রত্যক্ষদর্শীদের তৎপরতায় খবর যায় দমকল দফতরে। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়ার দমকল কর্মীরা এবং আহত তিনজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যান মহকুমা হাসপাতালে।

চিকিৎসকরা জানান, গুরুতর আহত রাজেশ গিরির শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অন্য দু'জনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ একটি দুর্ঘটনার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। আবারও সচেতনতার অভাবে প্রাণ ঝুঁকির মুখেএই দুর্ঘটনা যেন সকলের জন্য এক সতর্কবার্তা হয়ে থাকে।

চিকিৎসায় আর্থিক

● আটের পাতার পর

আসবাবপত্র সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নথি পুড়ে গেছে। স্বামীহারা রূপালী দাস তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে খুবই সমস্যা হচ্ছে বলে জানালে মুখ্যমন্ত্রী মহকুমা শাসকের সাথে কথা বলে পুড়ে যাওয়া কাগজপত্র ও নথিগুলি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে তার ছেলেকে আর্থিক সহায়তা করার আশ্বাস দেন।

বড়জলার প্রান্ত শীল তার বাবার চিকিৎসা, রামনগরের রাজু মিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত তার কন্যা জন্নত আক্তারের চিকিৎসা এবং বামুটিয়ার শিপ্রা চক্রবর্তী তার স্বামীর চোখের সমস্যাজনিত অসুস্থতা নিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসার সাহায্যের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি প্রান্ত শীলের বাবার চিকিৎসার সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী জন-আরোগ্য যোজনায় আয়ুষ্মান কার্ডও ব্যবস্থা করে দেন। তাছাড়াও এদিন লঙ্কামুড়ার চন্দন দেবনাথ, বিশালগড়ের রুখিয়া বেগম, আগরতলা ভট্ট পুকুরের লক্ষ্মী বণিক এবং মুক্তা আচার্য দাস, টাউন বড়দোয়ালীর সুধীর চন্দ্র মজুমদার সহ আরও অনেকে চিকিৎসার সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন। কৈলাসহরের মাধবী সিনহার বিধবা ভাতা প্রদানে মুখ্যমন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরেরে সচিব কিরণ গিত্যে, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব অপূর্ব রায়, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সমিত রায় চৌধুরী, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমণি দেববর্মা, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবশ্রী দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াকফ বিল নিয়ে ধুন্ধুমার

● প্রথম পাতার পর

নেতারা, যারা সভার ওয়েলে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্সের প্রধান সাজাদ লোনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক শুরু করেন।

বিদ্যালয়ের মূল

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে বিদ্যজ্যোতি প্রকল্পের রাজ্যস্তরীয় দপ্তরে যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাস্তায় বামেরা

● প্রথম পাতার পর

গ্যাসের দামই নয়। বৃদ্ধি পাচ্ছে জীবন দায়ী ওষুধের দামও। তিনি বলেন দেশের নির্ভরযোগ্য সমীক্ষক সংস্থা নাইট ফ্রেঙ্ক ওয়েলথ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১০০ কোটি মানুষ চরম দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে

খাদ্য পণ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ১৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে সাধারণ নাগরিকের উপর এক চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। এর বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস এবার মাঠে নামলে বলে হুশিয়ারি দেন তিনি।

কৈলাসহর শ্রীনাথপুর

● প্রথম পাতার পর

করার পর, বিগত কয়েকমাস পূর্বে প্রধান সুভাষ দেবের বিরুদ্ধে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় নির্বাচিত কিছু পঞ্চায়েত সদস্য। জেলা পঞ্চায়েত অফিসার সেই মোতাবেক মঙ্গলবার শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আস্থা ভোটের আয়োজন করে।

যথারীতি জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের নির্দেশে চন্ডিপুর ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে যান প্রধান নির্বাচন করতে। কিন্তু এই ভোটাভুটিতে নির্বাচিত কোন দলের পঞ্চায়েত সদস্যারা উপস্থিত না হওয়ার কারণে বাতিল করা হয় আজকের এই ভোট প্রক্রিয়া। যার কারণে ঝুলে রইলো উক্ত পঞ্চায়েতটি এবং সাধারণ মানুষ উন্নয়ন থেকে যে বঞ্চিত।

দেশের তরুণদের

● প্রথম পাতার পর

মোদী বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য হলো, আমার দেশের প্রতিটি সাধারণ নাগরিক আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠুক। হ্যাঁ, অসুবিধা আছে - প্রত্যেকেই এর মুখোমুখি হয়। জীবন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আসে, কিন্তু সুযোগ পেলে সেই অসুবিধাগুলি কাটিয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। মুদ্রা যোজনা ঠিক এটাই করেছে। আমাদের দেশে খুব কম লোকই সত্যিকার অর্থে বোঝে যে কীভাবে একটি নীরব বিপ্লব ঘটে। এটি একটি বিশাল নীরব বিপ্লব।'

পর পুরুষের সঙ্গে পালালো

● প্রথম পাতার পর

জিরানিয়া জয়নগর এলাকার জামাল মিয়ার মেয়ে রেহানা বেগমকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তাঁদের ঘরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেই সন্তান মারা যায়। সন্তানহানির পর থেকেই রেহানা বেগমের ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক পরপুরুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে রেহানার প্রেমের সম্পর্ক।

সোমবার দুপুরে পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়িতে না থাকার সুযোগে রেহানা বেগম তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। স্ত্রীর অনুপস্থিতি দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন জলফু মিয়া। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান না মেলায় মঙ্গলবার সকালে আমতলী থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে জলফু মিয়া জানান, তাঁর স্ত্রী পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেছে। তিনি পুলিশের কাছে স্ত্রীকে খুঁজে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি আরও জানান, দেশে পরকীয়ার জন্য কোনও শাস্তির বিধান না থাকায় এমন ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনা রুখতে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হোক যাতে কেউ সাহস না পায় বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে পালিয়ে যেতে। বর্তমানে জলফু মিয়া স্ত্রীর সন্ধানে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে থানার সামনে দাঁড়িয়ে আর্জি জানাচ্ছেন।

পরিচারিকার স্বামীর দায়ের

● প্রথম পাতার পর

এবং প্রকাশ্যে বাড়িতে গিয়ে সংকর দেবনাথকে দা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে।

ঘটনাটি ঘটে খোয়াই বিদ্যুৎ দপ্তরের পেছনে, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় সংকর দেবনাথকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে, ঘটনার পরেই অভিযুক্ত গৌতম দেবনাথ নিজে থেকে খোয়াই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এমন নৃশংস ঘটনার জেরে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সংকীর্ণ স্বার্থে মুসলিম

● প্রথম পাতার পর

নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ এর মতো যোগ্য দূরদর্শী নেতা আছে বলেই দল এবং সরকার সঠিক দিশায় মানুষের কল্যানে পরিচালিত হচ্ছে। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসকে নিশানা করে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গোটা দেশে একটা মুষ্টিমেয় সংখ্যায় মুসলিমদের তোষণ করতে গিয়ে সহজ সরল সাধারণ বড় সংখ্যায় মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে এসেছে এই রাজনৈতিক দলগুলো। আর এই মুসলিম তোষণের পথে হাটতে গিয়েই ওয়াকফ সম্পত্তির সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। গোটা দেশে বড় মাত্রায় এই সম্পদ থাকলেও , অধিকাংশ সাধারণ মুসলিমরা এর সুফল পায়নি। একটি ক্ষুদ্র অংশ এই সম্পদ গুলোকে অতি স্বল্পমূল্যে ভাড়া দিয়ে, পরোক্ষে তাদের রাজনৈতিক ফান্ডে বড় অংকের মোটা অর্থ আদায় করত। এই সম্পদ থেকে কোথায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি হয়েছে, কি কি দৃষ্টান্ত আছে, প্রশ্নঃ তোলেন তিনি। তবে অধিকাংশ মুসলিম সাধারণ মানুষ যেন এর সুফল পেতে পারে তার জন্য যখন ওয়াকফ বিল আনা হল, সেই রাজনৈতিক কারবারীরা এখন তার বিরোধিতা করছে । কারণ জনগণের সার্বিক কল্যাণ এর চাইতেও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত এবং ব্যস্ত করে রেখে রাজনীতি করাই কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের মজ্জাগত। কিন্তু কদিন বাদে বাদে নির্বাচন হলে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনি নষ্ট হয় রাষ্ট্রের সম্পদ অর্থ। একটি সরকার জনকল্যানে কাজ করার সুযোগ পায় কম, নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু থাকার ফলে। কিন্তু একই সঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন হলে অতিরিক্ত বেঁচে যাওয়া অর্থ সমাজের অন্তিম শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য কাজে লাগানো সম্ভব।

তিনি আরো বলেন , বিরোধীরা ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে মুসলিমদের খেপিয়ে তোলার রাজনীতি করে থাকে। কিন্তু মুসলিমদের স্বার্থে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদি সরকারই। তিন তালাক থেকে শুরু করে একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে এমন। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী বা আবেগবিরোধী কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এক দেশ এক নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু থাকলেও শুধুমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে নানাভাবে এককেটি নির্বাচনকে বিলম্বিত করে পৃথক পৃথকভাবে তা করার প্রক্রিয়া চালু করেছে। এদিনের কর্মসূচিতে বিশালগড় দক্ষিন জেলার জেলা সভাপতি, মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া সহ জেলার অন্যান্য পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

াঙ্গন

ক্রীড়া সাংবাদিক কিরীটির পিতৃবিয়োগে বিভিন্ন মহল থেকে শোক জ্ঞাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্য কিরীটি দত্ত পিতৃহারা হলেন। মঙ্গলবার ভোররাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কিরীটি''র বাবা প্রবোধ রঞ্জন দত্ত।

মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। গত ২ এপ্রিল অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোররাত ৩টা ২২ মিনিটে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত দত্ত ত্রিপুরা মেট্রিক্স চেস একাডেমির সভাপতি এবং বিশিষ্ট দাবা সংগঠক ছিলেন। মঙ্গলবার সকালেই বটতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে দুই পুত্র ও এক কন্যা সহ আত্মীয় পরিজন ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। তাঁর বড় ছেলে কিরীটি দত্ত বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও ছোট ছেলে প্রসেনজিৎ দত্ত ফিডে মাস্টার আন্তর্জাতিক দাবাড়ু এবং ভারতীয় দাবা দলের কোচ। প্রয়াত প্রবোধ রঞ্জন দত্ত-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। ক্লাবের পক্ষ থেকে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

বটতলা মহাশ্মশানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে টিএসজেসি''র পক্ষ থেকে সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও সচিব অনির্বাণ দেব উপস্থিত ছিলেন।

বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান টিএসজেসি''র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। রাজ্যে দাবার প্রসারে প্রয়াত প্রবোধ রঞ্জন দত্তের বিশাল অবদান রয়েছে। দাবা পরিবার হিসেবে তিনি ও তার ছেলেরা নিবেদিত রয়েছেন। এদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাব এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকেও পৃথক পৃথক বিবৃতিতে কিরীটির পিতৃবিয়োগে গভীর শোক জ্ঞাপনের পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটে মেলাঘরে আজ ইউনাইটেড বিএসটি - বিসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন। তবে দু-দলের জন্যই নিজেদের প্রথম ম্যাচ। ইউনাইটেড বিএসটি এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) আগামীকাল পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

খেলা মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে। সকাল ৯ঃ০০ টায় ম্যাচ শুরঃ হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা। দ্বিতীয় দিনের খেলায় উভয় দলের উদ্দেশ্য রয়েছে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করার।

চলতি ক্রিকেট মরশুমে দু''দলের পক্ষেই এটি প্রথম সাক্ষাৎকার। ইতোমধ্যে শেষ হওয়া অর্থাৎ টিসিএ আয়োজিত তিনটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোনটিতেই এই দু-দল পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়নি।

সদ্য সম্পন্ন তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেটে দুই দল প্রি কোয়াটার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিল।

এর আগে সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি সিনিয়র টি-টোয়েন্টি লীগে দু দলের কেউ মুল পর্বে খেলার যোগ্যতা পায়নি। আগামীকাল সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে দুদলের পক্ষে বিশেষ করে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিনায়ক মনোজ শাস্ত্রী, সায়ন দাস, নীতিশ কুমার সাহানি এবং বিসিসি-র পক্ষে কৃতি দীপ্ত দাস, শ্যামল বিশ্বাস ও সুভাষ চক্রবর্তী প্রমূখ কেমন খেলে তাই এখন দেখার বিষয়।

কেকেআরের দুর্গ দখল করতে তৈরি গোয়েনার লখনউ, বাংলার দুই ক্রিকেটারও চিন্তা রাহানেদের !

হার, জয়, হার, জয়। আইপিএলে এ ভাবেই এগিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস। মঙ্গলবার অজিঙ্ক রাহানে-ঋষভ পন্থেরা মুখোমুখি হবেন ইডেন গার্ডেন্সে। পয়েন্ট তালিকায় ভাল জায়গায় থাকতে হলে জিততে হবে দু'দলকেই। শেষ ম্যাচে জয় আত্মবিশ্বাসী রাখবে দু'পক্ষকেই। লড়াই হতে পারে টান টান।কেকেআর বাদে আইপিএলের দলগুলির মধ্যে ইডেনে যারা সবচেয়ে বেশি সমর্থন পায়, তাদের অন্যতম লখনউ। পন্থদের দলের সঙ্গে এ শহরের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কলকাতার বাসিন্দা শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েনা এই দলের মালিক। তিনি আবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসেরও কর্ণধার। শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের আবেগ কাজে লাগাতে কলকাতার মাঠে লখনউকে খেলান সবুজ-মেরুন জার্সি পরিয়ে। এ বার অবশ্য তেমন কিছুর ঘোষণা ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত সরকারি ভাবে করেননি লখনউ কর্তৃপক্ষ।এ শহরে লখনউয়ের সমর্থন পাওয়ার আরও একটি কারণ আছে। যা সম্পূর্ণ ক্রিকেটীয়। খেলা হবে ইডেনের ২২ গজে। লখনউয়ের দুই ক্রিকেটার শাহবাজ আহমেদ এবং আকাশ দীপ হাতের তালুর মতো চেনেন পিচ। ইডেনে লখনউ নামাতে পারে বাংলার দুই ক্রিকেটারকে। কলকাতাকে নির্ভর করতে হবে ভিন দেশি এবং ভিন রাজ্যের ক্রিকেটারদের উপর। এ ছাড়াও কেকেআরকে সতর্ক থাকতে হবে নিকোলাস পুরানের ব্যাপারে। লখনউয়ের ক্যারিবিয়ান ব্যাটার বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন। এডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, মিচেল মার্শ, শার্দূল ঠাকুর, আবেশ খান, রবি বিশ্নোই, দিগ্বেশ রাঠির মতো ক্রিকেটারেরাও রয়েছেন লখনউয়ে। ঘরের মাঠ হলেও বাড়তি আত্মবিশ্বাসের জায়গা নেই কেকেআরের।কলকাতাকে আশ্বস্ত করতে পারে মিডল অর্ডারের দুই ব্যাটার বেঙ্কটেশ আয়ার এবং রিঙ্কু সিংহের ফর্মে ফেরা। রাহানে এবং অঙ্গকৃশ রঘুবংশীও রানের মধ্যে আছেন। তবে উদ্বেগে রাখবে ওপেনিং জুটি। কুইন্টন ডি'কক একটি ম্যাচ ছাড়া রান পাননি। সুনীল নারাইন ব্যাট হাতে এ বার এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। ইডেনের ২২ গজে স্পিনারেরা সাহায্য পেতে শুরু করেছেন। নারাইনের সঙ্গে বরুণ চক্রবর্তী এবং মইন আলিকে দেখা যেতে পারে। কলকাতার জোরে বোলিং আক্রমণের দায়িত্বে থাকবেন হর্ষিত রানা এবং বৈভব অরোরা। আন্দ্রে রাসেলও বল হাতে কার্যকর। বোলিং নিয়ে তেমন চিন্তা নেই কলকাতার।লড়াই হবে মূলত দু'দলের স্পিনার এবং ব্যাটারদের। শক্তির নিরিখে কাছাকাছি দু'দল। সব মিলিয়ে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা একটা উপভোগ্য ম্যাচ দেখতে পারেন। মঙ্গলবারের লড়াইয়ে সবুজ-মেরুন রং লাগলে তো কথাই নেই। সোমবার পন্থকে নিয়ে যুবভারতীতে মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন গোয়েনা। গ্যালারিতেও রাহানেদের টক্কর দেওয়ার জন্য তৈরি লখনউ। হোম ম্যাচের পূর্ণ আবহ না-ও পেতে পারে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

তিলক-বিতর্কে নতুন তথ্য জানালেন হার্দিক, বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে দুষলেন দলে বিকল্পের অভাবকে

তিন দিন আগে লখনউ ম্যাচে তিলক বর্মাকে 'রিটায়ার্ড আউট' ঘোষণা করে তুলে নিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সেই ঘটনার পর চার দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে তারা। সোমবার বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে তিলক-বিতর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন হার্দিক। জানালেন, চোট ছিল বলেই সে দিন তুলে নেওয়া হয়েছিল তিলককে। পাশাপাশি, বেঙ্গালুরুর কাছে হারের নেপথ্যে দলে বিকল্পের অভাবকেই দুষেছেন তিনি।

এ দিন তিলক দলকে জেতাতে পারেননি ঠিকই। তবে ২৯ বলে ৫৬ রান করে দলকে অনেকটা সময় লড়াইয়ে রেখেছিলেন। তাঁকে নিয়ে হার্দিক বলেছেন, "আজ তিলক দারুণ খেলেছে। আসলে আগের ম্যাচের পর অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। অনেক লোক অনেক কথা বলছে। তারা জানে না যে, ওই ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে কতটা খারাপ ভাবে লেগেছিল তিলকের। সে দিন তিলককে তুলে নেওয়া একটা কৌশল ছিল।

কারণ তিলকের আঘাত লাগা আঙুলে আবার ব্যথা করছিল। কোচ ভেবেছিলেন, নতুন কাউকে নামালে হয়তো কাজে লাগবে।"ওয়াংখেড়েতে আগের ম্যাচে কম রান দেখা গিয়েছিল। এই ম্যাচে দু'দলই দুশো পার করেছে। হার্দিকের মতে, উইকেট ভালই ছিল। তবে বোলারদের জন্য কিছুই ছিল না। মুম্বই অধিনায়কের কথায়, "উইকেট বেশ ভাল ছিল। আমরা হয়তো দুটো বাড়তি ছক্কা মারতে পারিনি।

যা পিচ ছিল তাতে বোলারদের লুকনোর জায়গা ছিল না। এই উইকেটে ব্যাটারদের আটকানো সহজ ছিল না। আমি বোলারদের ঘাড়ে সব দোষ চাপাতে চাই না। আসলে এ ধরনের উইকেটে আমাদের হাতে খুব বেশি বিকল্পও ছিল না।"হারের মধ্যেও জসপ্রীত বুমরাহ দলে ফিরে আসায় খুশি হার্দিক। বলেছেন, "বুমরাহ ফিরলে বিশ্বের যে কোনও দল খুশি হবে। দলে এসেই নিজের কাজটা করে দিয়েছে। খুব ভাল লাগছে ওকে পেয়ে।"চলতি আইপিএলে পাঁচ ম্যাচের চারটিতে হারলেও ঘাবড়াচ্ছেন না হার্দিক। বলেছেন, "জীবনে কখনও ভেঙে পড়তে নেই। সব সময় ইতিবাচক দিকটা খুঁজে বার করতে হয়। মাঠে নেমে নিজের সেরা ক্রিকেটটা খেলো। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। এটাই সবাইকে বলি আমি। আশা করি ভবিষ্যতে ফলাফল আমাদের পক্ষেই যাবে।"

দেশবিরোধী মন্তব্য বরদাস্ত নয়, খুশদিল-কাণ্ডের নিন্দা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের

নিউ জিল্যান্ডের কাছে এক দিনের সিরিজ হারের পর এক দর্শকের উপর চড়াও হয়েছিলেন পাক ক্রিকেটার খুশদিল শাহ। সেই ঘটনায় বিদেশের মাটিতে মুখ পুড়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেটের। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ঘটনার নিন্দা করে দুষেছে সংশ্লিষ্ট দুই সমর্থককে। দেশ বিরোধী মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।গত শনিবার তৃতীয় এক দিনের ম্যাচের পর পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা মাঠ প্রদক্ষিণ করছিলেন। সে সময় এক বিদেশি সমর্থক গালিগালাজ করেছিলেন এবং পাকিস্তান বিরোধী কথা বলেছিলেন বলে অভিযোগ। তাতে মেজাজ হারান খুশদিল। বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড টপকে সেই সমর্থকের দিকে তেড়ে গিয়েছিলেন পাক ক্রিকেটার। নিরাপত্তারক্ষী এবং সতীর্থেরা কোনও রকমে শান্ত করেছিলেন তাঁকে।

সেই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে পিসিবি। তাতে বলা হয়েছে, "ম্যাচের পর দুই বিদেশি সমর্থক অশালীন ভাষায় ক্রিকেটারদের আক্রমণ করেছে। পাকিস্তান বিরোধী মন্তব্যও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। খুশদিল শাহ প্রতিবাদ করে। তাতে ওই দুই আফগান পশতু ভাষায় আরও কিছু অপমানজনক মন্তব্য করেন। পাকিস্তান দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানোর পর স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেন এবং অভিযুক্তদের বের করে দেওয়া হয়। সেই ধরনের ঘটনা বরদস্ত করা যায় না।"

ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া উচিত বলেও জানিয়েছে পিসিবি। যদিও নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেটের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছে তারা। খুশদিলের আচরণ নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করা হয়নি।শনিবারই ঘটনার প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পক্ষ থেকে। বলা হয়েছিল, "জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে এক জন বিদেশি সমর্থকের অবমাননাকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল।" উল্লেখ্য, নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-৪ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। পরে ০-৩ ব্যবধানে হেরেছে এক দিনের সিরিজও।

ধলাই জেলার আমবাসায় অস্মিতা লীগ জুডো প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধলাই জেলায় অস্মিতা সিটি লীগ আয়োজনে জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ধলাই জেলার আমবাসায় খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার আয়োজিত অস্মিতা সিটি লীগ প্রতিযোগিতায় বয়স ভিত্তিক তিনটি বিভাগে প্রায় অর্ধশত খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪ বিভাগে জেসমিন মগ, পাইমান মগ এবং অঞ্জনা মগ প্রথম স্থান পেয়েছে। এছাড়া, পূর্বা শর্মা, গুঞ্জন জমাতিয়া ও দেবকি রিয়াং দ্বিতীয় স্থান এবং রেশমি রিয়াং, নেহা ধর পেয়েছে তৃতীয় স্থানের পুরস্কার। অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে অনিতা ত্রিপুরা, প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ ও রোজি হালদার পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। অনামিকা মগ, স্নেহা মগ দ্বিতীয় স্থানের পুরস্কার এবং তারণী মগ পেয়েছে তৃতীয় স্থানের পুরস্কার। অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগে রিয়া মগ ও রেবাতি ত্রিপুরা প্রথম স্থান এবং সেবিকা চাকমা পেয়েছে দ্বিতীয় স্থানের পুরস্কার। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে বেলা এগারোটায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন উত্তম দেবনাথ, সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর হাইপারফর্ম্যান্স ডিরেক্টর ড. সূর্য্য কান্ত পাল, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ, কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্রিন্সিপাল সুশীল কুমার দাস, খেলো ইন্ডিয়া কুলাই জুডো সেন্টার-এর ইনচার্জ কিরণ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিভাময়ী খেলোয়াড়দের উঠে আসার প্রসঙ্গে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বলে অতিথিদের প্রত্যেকেই উদ্যোক্তাদের ভুয়ষী প্রশংসা করেন। ধলাই পিসিএ কোচ সুব্রত মগ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আজ হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পাচ্ছে প্রয়াণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার চালু হতে যাচ্ছে। উদ্যোক্তা উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। প্রতিভাবান ফুটবলারদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি দারুন খবর। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের প্রাক্তন ফুটবলার, কোচ ও সভাপতি প্রয়াত হরি শর্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলতঃ আগরতলায় আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে সেরা ফুটবলারকে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে প্রতিবছর। ২০২৪ সালের তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে সেরা ফুটবলার হিসেবে ঐকতান যুব সংস্থার প্রয়ান দত্ত প্রথমবারের মতো সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পাচ্ছে। আগামীকাল (বুধবার) বিকেল পাঁচটায় বীরেন্দ্র ক্লাবের সামনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াণ দত্তের হাতে বর্ষসেরা

পিটিএজি-তে আজ পোলস্টার কসমোপলিটনের ভাইটাল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পোলস্টারের সন্দীপ মিত্তাল কে নিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের ভাবনা। একই রকম চিন্তা কসমোপলিটনের সৌরভ থুব্রিকারকে নিয়েও। আগামীকাল কসমোপলিটন ও পোলস্টার পরস্পরের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। দু-দলের পক্ষেই চলতি টুর্নামেন্টে এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। সোমবারে প্রথম দিনের খেলায় কসমোপলিটন ১৩০ রানের ব্যবধানে মৌচাক কে হারিয়ে জয়ের স্বাদের সঙ্গে লীগ অভিযান শুরু করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন ৪৭.৫ ওভারে ২২৯ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মৌচাকের ইনিংস গুটিয়ে যায় ৯৯ রানে ২৫.২ ওভার খেলে। পোলস্টারও সোমবারে প্রথম দিনের খেলায় ওল্ড প্লে সেন্টারকে আট উইকেটের ব্যবধানে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নেয় বিশেষ করে ওপেনার সন্দীপ মিত্তালের মারকুটে ঝড়ো ব্যাটিংয়ের দৌলতে। ওপিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৪.৫ ওভার খেলেই পোলস্টার ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার সন্দীপ মিত্তাল ৯২ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ১৩ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১৬১ রান সংগ্রহ করে প্রথম দিনে নিজেদের প্রথম খেলাতেই তাক লাগিয়ে দেয়। আগামীকাল কসমোপলিটনের বোলার চন্দন রায়, শংকর পাল, কৃষ্ণধন নমঃ-দের কেমন জবাব দেয়, তা দেখতে ক্রিকেট মোদীরা মাঠমুখো হবেন বলে অনুমেয়।

টিআইটি-তে সন্তোষ স্মৃতি ক্রিকেটে মৌচাক-ওপিসি মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে চাইছে মৌচাক ওপিসি দুই দল-ই। প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের বিষয়টা ভুলে দ্বিতীয় ম্যাচে দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে আগামীকাল। সকাল সাড়ে আটটা থেকে টিআইটি গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরু হবে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। সোমবারে প্রথম দিনের খেলায় দুই দল-ই প্রতিপক্ষের কাছে হেরে একধাপ পিছিয়ে রয়েছে। তবে ঐকান্তিক ইচ্ছে রয়েছে আগামীকাল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নিতে। প্রথম খেলায় মৌচাক ক্লাব কসমোপলিটনের কাছে ১৩০ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। একইভাবে ওল্ড প্লে সেন্টার-কেও হারতে হয়েছে আট উইকেটের ব্যবধানে পোলস্টারের কাছে। নিজেদের প্রথম খেলায় বিজিত দুই দল আগামীকাল পরস্পরের বিরুদ্ধে কেমন খেলা প্রদর্শন করে তাই এখন দেখার বিষয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ মার্চ সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি সিনিয়র লীগ ক্রিকেটে কিন্তু ওপিসি-র কাছে মৌচাক ছয় উইকেটে হেরেছিল। ওই খেলায় মৌচাক প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে ১১৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ওপিসি ১৬.৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

'যে কোনও এক জন পাণ্ড্যই তো জিতত'! ভাই হার্দিককে হারিয়ে বললেন দাদা ক্রুণাল

ভাই হার্দিক পাণ্ড্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক। দাদা ক্রুণাল পাণ্ড্য খেলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। সোমবার সেই দুই দলের লড়াইয়ে বাজিমাত দাদার। শেষ ওভারে তিন উইকেট নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন ক্রুণাল। তার আগে ভাই হার্দিক দলকে জেতানোর মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। সোমবার প্রথমে ব্যাট করে ২২১ রান তোলে ক্রুণালের বেঙ্গালুরু। রান তাড়া করতে নেমে মুম্বই শেষ হয়ে যায় ২০৯ রানে। ক্রিকেট মাঠের হার-জিত যদিও দুই ভাইয়ের সম্পর্কে কোনও প্রভাব ফেলে না। ম্যাচ শেষে ক্রুণাল বলেন, "আমাদের সম্পর্ক এমনই যে, আমরা জানি দিনের শেষে এক জন পাণ্ড্য জিতবেই। একের অপরের প্রতি ভালবাসা বা আকর্ষণ তাতে একটুও কমেনি। হার্দিক খুব ভাল ব্যাট করেছে। আমরা দু'জনেই জিততে চেয়েছিলাম। হার্দিকের জন্য খারাপ লাগছে।" ক্রুণাল বল করার সময় তাঁকে ছক্কাও মারেন হার্দিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতেন ক্রুণালই। বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক রজত পাটীদারের প্রশংসা করেন ক্রুণাল। তিনি বলেন, "রজত যে ভাবে ব্যাটিং শুরু করেছিল, সেটা অসাধারণ। অধিনায়ক হিসাবে ও দলকে সব সময় স্বস্তিতে রাখে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে দেয় সকলকে। একজন বোলার হিসাবে এটা প্রয়োজন হয়। খুব শান্ত থাকে রজত। কোনও বিষয়কে জটিল করে দেখে না। ওর নেতৃত্বে খেলতে ভাল লাগছে। জিতেশ (শর্মা) খুব ভাল খেলেছে। প্রতি ম্যাচে উন্নতি করছে।"বেঙ্গালুরুর পরের ম্যাচ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে হবে সেই ম্যাচ। ক্রুণাল বলেন, "এখনই ট্রফি জয়ের কথা ভাবতে চাই না। কিন্তু মরসুম শেষে আমরা কী চাই, সেটা সকলে জানে। শুধু মাথা নিচু করে কাজ করে যেতে চাই। ম্যাচ জিততে চাই।"

ছক্কা দিয়ে শুরু, ব্যাট আছড়ে শেষ কোহলির ! আইপিএলে জমে গেল বিরাট-বুমরাহ লড়াই

৯২ দিন পর চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে তাঁর বিপক্ষে ছিলেন বিরাট কোহলি। যে ব্যাটারের উইকেট নিয়েই আইপিএল শুরঃ করেছিলেন বুমরাহ, সেই কোহলি বনাম বুমরাহ লড়াই দেখা গেল সোমবার ওয়াংখেড়েতে।

২০১৩ সালে প্রথম বার আইপিএল খেলতে নেমেছিলেন বুমরাহ। কোটিপতি লিগে তাঁর প্রথম উইকেটটি ছিল কোহলির। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ যদিও বুমরাহের দ্বিতীয় বলেই ছক্কা মারেন তিনি। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে ১৬ বার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে কোহলিকে পাঁচ বার আউট করেছেন বুমরাহ। যদিও ভারতীয় পেসারের বলে কোহলির স্ট্রাইক রেট ১৪৭.৩৬।

মাঠে যদিও শুধু কোহলি এবং বুমরাহের লড়াই নয়, বন্ধুত্বও দেখা গেল। ১১তম ওভারে বল করছিলেন বুমরাহ। সেই সময় একটি রক্ষণাত্মক শট খেলেছিলেন রজত পাটীদার। বল তুলে সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিকে থাকা কোহলির দিকের উইকেটে ছোড়ার ভান করেন বুমরাহ। যে ঘটনার পর দু'জনকে দেখা যায় হাসতে হাসতে একে অপরের কাঁধে ধাক্কা দিতে।ম্যাচে ৪২ বলে ৬৭ রান করেন কোহলি। ২৯ বলে করেন অর্ধশতরান। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ১৩ হাজার রানের গণ্ডিও পার করেছেন তিনি।কোহলিকে আউট করেন হার্দিক পাণ্ড্য। তাঁর বলে মারা একটি শট ঠিক মতো ব্যাটে লাগেনি। বল চলে যায় নমন ধীরের হাতে। বিরক্তি চেপে রাখতে পারেননি কোহলি। সাজঘরে ফেরার সময় আছাড় মারেন ব্যাট এবং ছুড়ে ফেলেন গ্লাভস।

একটি মাত্র টেস্ট খেলে ২৭ বছর বয়সে অবসর অসি ক্রিকেটারের, হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত ?

মাত্র ২৭ বছর বয়সে একটি টেস্ট খেলে অবসর নিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার উইল পুকোভস্কি। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন এই তরুণ ক্রিকেটার। কনকাসনের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।ভারতের বিরঃদ্ধে ২০২০-২১ মরসুমে অভিষেক হয়েছিল পুকোভস্কির। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে শেফিল্ড শিল্ডের (অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা) একটি ম্যাচে মাথায় চোট পান। তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে ওই ম্যাচে জোরে বোলার রাইলি মেরেডিথের বল এসে লাগে তাঁর হেলমেটে। তার পর থেকে আর একটি ম্যাচও খেলেননি। মাথায় লাগার পর দু'মাস ঠিক ভাবে হাঁটাচলাও পারেননি। এক বছর পরে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।'মোশন সিকনেস'-এর সমস্যায় ভুগছেন পুকোভস্কি।

মাথায় বল লাগার পর নিজের বাঁ দিকে দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা শুরু হয়। অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পুকোভস্কি বলেন, "আরও অন্তত ১৫ বছর খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়। ওই ম্যাচের পর আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেগুলো বেশ ভয় পাওয়ার মতো। এখন নিশ্চিন্ত বোধ করছি। কারণ, এটুকু জানি আর কখনও চোট পাব না মাথায়।"২০২০-২১ সালে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ভারতের বিরঃদ্ধে টেস্টে অভিষেক হয় পুকোভস্কির। সেই ম্যাচে দুই ইনিংসে করেছিন ৬২ এবং ১০ রান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৬টি ম্যাচে ৭টি শতরান এবং ৯টি অর্ধশতরান করেছেন। আপাতত মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবে কোচিং করাবেন, জানিয়েছেন পুকোভস্কি।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচি

চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা ও আয়ুষ্মান কার্ডের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন অনেকটাই উন্নত হয়েছে। সরকারিভাবে চিকিৎসা পরিষেবার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে রাজ্যে উপলব্ধ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগগুলি গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বিভিন্ন সহায়তা প্রত্যাশীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রত্যাশীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অন্যান্য দিনের মতো আজও মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে দীর্ঘক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের নানাবিধ সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ শোনেন। খোয়াইয়ের লাবন্য চৌধুরী পাড়ার প্রিয়া দেববর্মা এসেছিলেন চিকিৎসা সাহায্যের আর্জি নিয়ে। দুর্ঘটনায় তার দেহের অনেকটা অংশ আগুনে পুড়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী তার চিকিৎসায় জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। দক্ষিণ জোলাইবাড়ির প্লাবন ভৌমিক থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত তার কন্যা সুপ্রিতা ভৌমিকের চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে সুপ্রিতার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ওষুধের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানে আশ্বাস দেন। আগরতলার উজান অভয়নগরের বাসিন্দা টমটম চালক মতিলাল দেববর্মা তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তার ছেলের চিকিৎসার সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী জন-আরোগ্য যোজনায় আয়ুষ্মান কার্ডের ব্যবস্থা করে দেন। পাশাপাশি তার ছেলের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারকে নির্দেশ দেন। লেম্বুছড়ার রূপালী দাসের বসত ঘরটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় ঘরে থাকা সমস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত স্বাস্থ্যকর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানালো সহকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ এপ্রিল।। শেষ বিদায় জানানো হল তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের প্রয়াত স্বাস্থ্য কর্মী শক্তিমিত্র পালকে। উল্লেখ্য, গত রবিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অপথালমিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট শক্তিমিত্র পাল তার শ্বশুরবাড়ি খোয়াই থেকে সন্ধ্যায় স্ত্রী এবং শ্যালিকাকে নিয়ে একটি অটো গাড়িতে করে তেলিয়ামুড়ায় নিজ বাড়িতে আসার পথে কল্যাণপুর থানা এলাকায় অটো গাড়িতে সাইটে বসা অবস্থায় আচমকা গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসলে পরে সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে সোমবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। মৃত্যুকালে রেখে গেছে তার স্ত্রী,ছোট শিশু পুত্র, পিতা মাতা ভাই সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজনকে। তার এই অকালে মৃত্যুর খবর তেলিয়ামুড়ায় ছড়িয়ে পড়তেই গোটা তেলিয়ামুড়া সহ মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। মঙ্গলবার প্রয়াতের মরদেহ ময়না তদন্তের পর জিবি হাসপাতাল থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের এসডিএমও রাজা জমাতিয়া সহ সমস্ত ডাক্তার, স্টাফ নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা তাকে শেষ বিদায় জানাতে প্রয়াতের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এবং তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে।পাশাপাশি তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ৮ এপ্রিল উজবেকিস্থান সফর সময় সমরকন্দ মেডিক্যাল বিদ্যালয়ে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

কালবৈশাখী শুরু হতেই বিদ্যুৎকর্মীদের উপর আক্রমণ

পৃথক দুটি ঘটনায় আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। কালবৈশাখী শুরু হবার প্রাক মুহূর্তে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা যখন নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা জারি রাখতে রাত দিন এক করে কাজ করে চলেছেন, তখন একাংশ উশৃংখল জনতার সঙ্গবদ্ধ হামলায় বিদ্যুৎ কর্মীদের আহত হবার ঘটনায় বিদ্যুৎ কর্মীরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

মঙ্গলবার ধলাই জেলায় পৃথক দুটি ঘটনায় মোট ছয় জন বিদ্যুৎ কর্মী আহত হয়েছেন। বিদ্যুৎ নিগম এর কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এবং নিগমের কন্টোল রুম ভাঙচুর করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে লংতরাইভ্যালি মহকুমার ছইলেংটা থানাধীন ঘইনামা চাকমা পাড়া এলাকায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কমলপুরে। এখানকার ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনের কন্টোলরুমে ঢুকে হামলা করে দুষ্কৃতকারীরা। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই থানায় এফআইআর করা হয়েছে। তবে রাত পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে বিদ্যুৎ কর্মীরা জানিয়েছেন এভাবে তাদের উপর হামলা হলে নিরাপত্তার কারণেই সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা জারি রাখা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়বে।

মঙ্গলবার সকালে প্রতিদিনকার মতোই মনু বিদ্যুৎ উপ- বিভাগের কর্মীরা কনজিউমার ভেরিফিকেশন, লোড চেকিং এবং হুকলাইন বিরোধী অভিযান শুরু করেছিলেন। বিদ্যুৎ নিগমের দলটি মনু বিদ্যুৎ উপ বিভাগের অধীনে ঘইনামাতে যেতেই দর্পণ চাকমা, সেনা কুমার চাকমা এবং বিশ্ব চাকমা নামক তিন ব্যক্তি এই দলটির উপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। এতে সঞ্জয় দেববর্মা, দাহা রঞ্জন ত্রিপুরা, কৃষ্ণধন দেবনাথ এবং বিজয় সিং চাকমা জখম হন। তাদের ব্যবহৃত গাড়িটির কাচও দুষ্কৃতকারীরা ভেঙে দেয়। পরে বিদ্যুৎ কর্মীরা কোনক্রমে ওই এলাকা থেকে প্রাণে বেঁচে আসেন। গোটা বিষয়টি জানিয়ে ছইলেংটা থানায় বিদ্যুৎ নিগমের তরফে এফআইআর করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুরস্থিত ৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ স্টেশনের কন্টোল রুমে। কন্টোল রুমের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ কর্মীরা যখন তাদের কাজকর্ম করছিলেন তখন রূপসপুর চেকপোস্টের সন্নিকট এলাকার বাসিন্দা কমল সিনহা (পিতা মৃত কামিনী সিনহা) আরো তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা কন্টোলরুমে ঢুকে যায়। কোন কিছু বোঝার আগেই তারা বিদ্যুৎ কর্মী ওমর মালাকার এবং অমিত দাসের উপর হামলে পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই তাদের উপর আক্রমণ করে কন্টোল রুমের কয়েকটি জায়গায় আঘাত করে তারা পালিয়ে যায়। কি কারনে এই হামলা হয়েছে এ নিয়ে সকলেই ধন্দে রয়েছেন। এখন বিদ্যুৎ কর্মীরা এই সাব স্টেশনে ডিউটি করতেই ভয় পাচ্ছেন। গোটা বিষয়টি জানিয়ে কমলপুর থানায় অভিযুক্তদের নাম-ঠিকানা দিয়ে মামলা করা হয়েছে।

সাংবাদিকের বাড়িতে আগুন, ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল: সাংবাদিক মহম্মদ ফকর উদ্দিনের বাড়িতে সোমবার একদল দুষ্কৃতকারী আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে সংবাদ সামনে এসেছে। তিনি প্রতিবাদী কলম পত্রিকার পানিসাগর মহকুমার প্রতিনিধি। এটাও জানা গেছে ওই সাংবাদিকের কন্যার বিচক্ষণতার কারণে পরিবারটি প্রাণে বেঁচে গেছে। এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে আগরতলা প্রেস ক্লাব দাবি করছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য কিরীটী দত্ত পিতৃহারা শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ এপ্রিল, আগরতলা : আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য কিরীটী দত্ত পিতৃহারা হলেন। সোমবার রাতে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবোধ রঞ্জন দত্ত। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। গত ২ এপ্রিল অবস্থার অবনতি হলে
ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রাত ৩ টা ২২ মিনিটে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। ত্রিপুরা মেট্রিক্স চেস একাডেমির সভাপতি এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার সকালে বটতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পূর্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে দুই পুত্র ও এক কন্যা আত্মীয় পরিজন সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। তাঁর বড়পুত্র পুত্র কিরীটী দত্ত বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও ছোট ছেলে প্রসেনজিৎ দত্ত আন্তর্জাতিক দাবাড়ু এবং ভারতীয় দলের দাবা কোচ। প্রয়াত প্রবোধ রঞ্জন দত্তর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আত্মীয় পরিজনদের প্রতি আগরতলা প্রেসক্লাবের পরিচালনা কমিটির তরফে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এদিকে প্রবোধ রঞ্জন দত্তের প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সদস্যরাও।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ এপ্রিল।। আবারও রক্তাক্ত খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক। মঙ্গলবার বিকেলে ত্রিষাবাড়ী এলাকায় ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি টমটম, আহত হন তিন তরুণ। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত পাঠানো হয়েছে আগরতলার জিবি হাসপাতালে।

সূত্রে জানা যায়, দেবাশীষ বিশ্বাস, রাজেশ গিরি ও জয় নট্ট দাস, তিন বন্ধু মিলে ত্রিষাবাড়ী এলাকায় মদ্যপানে মাতোয়ারা হয়ে টমটমে চেপে তেলিয়ামুড়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল, রাস্তা ও বিদ্যুতের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল, বেহাল রাস্তা এবং বিদ্যুত পরিষেবার কষ্টে ভুগছে এলাকাবাসী। আজ বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা, রাস্তা সংস্কার এবং পানীয় জলের দাবিতে আগরতলা-সাব্রুমের ৮ নং জাতীয় সড়কের সাব্রুম জলেফাতে সড়ক অবরোধে বসেন স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সাব্রুম মহকুমায় দীর্ঘদিন যাবত পানীয় জল সহ রাস্তা ও বিদ্যুতের সংকটে ভুগছেন পশ্চিম জলেফা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাই স্কুল পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। এ বিষয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েতের প্রধান সহ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সনের নিকট জানিয়েও কোন প্রতিকার না পান নি তাঁরা। অবশেষে আজ এলাকার বাসিন্দারা সাব্রুম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করা হোক।

এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক।

তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং দ্রুততার সহিত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

বিজেপির গাঁও চলো কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত তথা বুথে সংঘটিত জনসম্পর্ক এবং সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ এপ্রিল।। ৬ই এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে ৭ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিল বিজেপি দলের গাঁও চলো অভিযান চলছে। বিজেপির গাঁও চলো কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত তথা বুথে সংঘটিত হয় জনসম্পর্ক এবং সাফাই অভিযান। এদিনের এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মূখ্য সচেতক তথা ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভার বিধায়িকা কল্যানী সাহা রায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিজেপি মন্ডল এবং বুথস্তরের নেতৃত্বরা। এদিনের এই জনসম্পর্ক এবং সাফাই অভিযানে অংশ গ্রহণ করে মূখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি পরিসদের নির্দেশে জন সম্পর্ক কর্মসুচীতে একেবারে গ্রামস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন রয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি এবং কেন্দ্র বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনমুখী এবং জনকল্যানকর বিভিন্ন প্রকল্পগুলো সমাজের প্রতিটাস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষেও এই কর্মসুচি। বিগত ১০ বছর পার হয়ে ১১তম বছর চলছে নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বে দেশে জনমূখী সরকার। এই সরকারের নানা সুযোগ সুবিধা এবং প্রকল্প গুলোও জনগনের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষে কাজ করছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

দুর্ঘটনায় এড়াতে বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে নাগরিকদের মধ্যে হেলমেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। দুর্ঘটনা এড়াতে ও লোকজনদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করলেন জোলাইবাড়ি বিজেপির মন্ডল সভাপতি। রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই দুর্ঘটনায় অনেকে প্রান হারাচ্ছেন। আবার অনেকে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ট্রাফিক বিধিনিষেধ না মেনে যানবাহন চালানোর জন্য এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় যাতে করে লোকজনেরা প্রান না হারায় তারই লক্ষ্যে জনসাধারণকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করলেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত।

মঙ্গলবার সকালবেলায় বিজেপির কর্মীসমর্থক ও বাইখোড়া থানার আরক্ষা প্রসাশনকে সঙ্গে নিয়ে জোলাইবাড়ী এলাকায় সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে যেসকল বাইক চালক ও আরোহী ট্রাফিক বিধিনিষেধ মান্যতা দিয়ে ডাবল হেলমেট পরিধান করে বাইক চালাচ্ছে তাদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয়। অপরদিকে যে সকল বাইক চালক হেলমেট ছাড়া বাইক চালাচ্ছে তাদেরকে সচেতন করে মন্ডলের পক্ষ থেকে হেলমেট প্রদান করা হয়। ট্রাফিক বিধিনিষেধ ও কেন হেলমেট পড়ে বাইক চালানো প্রয়োজন তা সম্পর্কে বাইক চালকদের সচেতন করলেন বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস। জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্তের এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আজকের এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানালেন বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস।

৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উপলক্ষে বড়জলা মন্ডলে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উৎযাপন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী 'গ্রাম চলো অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে বড়জলা ৪ নম্বর মন্ডলের উদ্যোগে এক সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রবিবার এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় লঙ্কামুড়া স্থিত সুরেন্দ্র দেবনাথ স্মৃতি কমিউনিটি হলে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য্য, এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ দাস, মন্ডল সভাপতি রাজীব সাহা সহ বিজেপির অন্যান্য কার্য্যকর্তারা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, জনসেবার অঙ্গীকার নিয়েই ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির পথচলা শুরু হয়েছিল। ৪৫ বছর অতিক্রম করে দল এখন ৪৬ বছরে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে ৬ এপ্রিল থেকে সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, দলের বিভিন্ন মন্ডল ও বুথ অফিসে পতাকা উত্তোলন, কর্মকর্তাদের নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনামূল্যে এক ঘন্টার প্রারম্ভিক সেশন

SADHGURU
offers
Inner Engineering
আগরতলায় (হিন্দিতে)

জীবন বদলে দেওয়া কিছু উপকারিতা:
মানসিক স্বচ্ছতা, ভারসাম্য, এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন
উদ্বেগ এবং মানসিক চাপ দূর করুন, এবং ঘুমের গুণমান উন্নত করুন
এলার্জি, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পান

"প্রোগ্রামটি শেষ করার পর আমি নিজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন অনুভব করতে পারলাম। যদিও ISRO-তে আমার কাজ আমাকে ব্যস্ত রাখে, আমি নিয়মিত আমার অনুশীলন করি যা আমাকে স্থিতিশীল রাখে এবং উদ্বেগ থেকে দূরে রাখে। আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিটি জিনিস - এমনকি মহাকাশ সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল অন্তর্মুখী হওয়া।"
- ডঃ পি. ভিরামুথুভেল
প্রকল্প পরিচালক, চন্দ্রযান-৩

Researched by Top Universities & Medical Schools
RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
HARVARD
UF UNIVERSITY of FLORIDA

10th April 2025
6:00 PM - 7:00 PM
isha

9363488648
ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas